দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান যখন কংসকে বধ করার জন্য দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত দেবতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান দেবকীর গর্ভে বিরাজ করছেন, এবং তাই তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর উদ্দেশ্যে গর্ভস্তুতি করেছিলেন।

কংস তার শ্বশুর জরাসন্ধের আশ্রয়ে এবং প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, বাণ এবং ভৌম প্রভৃতি অসুরদের সহায়তায় যদুবংশীয়দের নির্যাতন করতে শুরু করেছিল। তাই যদুগণ তাঁদের গৃহ ত্যাগ করে কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নামেমাত্র মিত্ররূপে কংসের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন।

কংস দেবকীর ছয় পুত্র অর্থাৎ ষড়্গর্ভদের একে একে বিনষ্ট করলে ভগবান অনন্তদেব দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন, এবং ভগবানের আদেশে যোগমায়ার দ্বারা রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তখন দেবকীর অষ্টম পুত্ররূপে ভগবানের আবির্ভাবের সময় হয়েছিল এবং তিনি যোগমায়াকে যশোদাদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হতে আদেশ দেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তি যোগমায়া একই সঙ্গে ভ্রাতা ও ভগ্নীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই পৃথিবী বৈষ্ণব ও শাক্ততে পূর্ণ, এবং তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। বৈষ্ণবেরা ভগবানের আরাধনা করেন, আর শাক্তরা তাদের বাসনা অনুসারে দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডিকা আদি রূপে যোগমায়ার পূজা করে। ভগবানের আদেশ অনুসারে যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীতে স্থাপন করেছিলেন বলে দেবকীর সপ্তম গর্ভ সঙ্কর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলে তাঁর নাম রাম। ভগবানের ভক্ত হওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে মঙ্গলময় বল সংগ্রহ করা যায় বলে তাঁর নাম বলভদ্র।

যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করলে, ভগবান বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। ভগবানের

আবির্ভাববশত দেবকীর দেহ তেজোময় হয়ে উঠেছিল। সেই তেজ দর্শন করে কংসের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু আত্মীয়তাবশত কংস দেবকীর কোন অনিষ্ট করতে পারেনি। সে তখন প্রতিকূলভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে কৃষ্ণভাবনাময় হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দেবকীর উদরে ভগবানের আবির্ভাবের ফলে, সমস্ত দেবতারা তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, ভগবান নিত্য সত্য। চিন্ময় আত্মা জড় দেহ থেকে শ্রেষ্ঠ, এবং পরমাত্মা আত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ। ভগবান পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তাঁর অবতারসমূহ বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। দেবতাদের প্রার্থনা শরণাগত ভক্তের মহত্ত্ব এবং অশুদ্ধচিত্ত জীবন্মুক্ত অভিমানীর পরিণাম বিশ্লেষণ করে। ভক্ত সর্বদাই নিরাপদ। ভক্ত যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে শরণাগত হন, তখন তিনি জড়-জাগতিক অস্তিত্বের ভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। ভগবান কেন অবতরণ করেন, সেই কথা বিশ্লেষণ করার দ্বারা দেবতাগণ তাঁদের প্রার্থনায় স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবানের উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।"

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

প্রলম্ববকচাণূরতৃণাবর্তমহাশনৈঃ ।
মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ ॥ ১ ॥
অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **প্রলম্ব**—প্রলম্বাসুরের দ্বারা; **বক**—বকাসুরের দ্বারা; **চাণূর**—চাণূর নামক অসুরের দ্বারা; **তৃণাবর্ত**—তৃণাবর্ত নামক অসুরের দ্বারা; **মহাশনৈঃ**—অঘাসুরের দ্বারা; **মুষ্টিক**—মুষ্টিক নামক অসুরের দ্বারা;

অরিষ্ট—অরিষ্টাসুরের দ্বারা; **দ্বিবিদ**—দ্বিবিদ নামক অসুরের দ্বারা; **পূতনা**—পূতনার দ্বারা; **কেশি**—কেশীর দ্বারা; **ধেনুকৈঃ**—ধেনুকাসুরের দ্বারা; **অন্যৈঃ চ**—এবং অন্যান্য অনেকের দ্বারা; **অসুর-ভূপালৈঃ**—আসুরিক রাজাদের দ্বারা; **বাণ**—বাণরাজের দ্বারা; **ভৌম**—ভৌমাসুরের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **যুতঃ**—সহায়তায়; **যদূনাম্**—যদুবংশীয় রাজাদের; **কদনম্**—উৎপীড়ন; **চক্রে**—করেছিল; **বলী**—অত্যন্ত বলবান; **মাগধ-সংশ্রয়ঃ**—মগধের রাজা জরাসন্ধের আশ্রয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মগধ রাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে এবং প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অসুর ভূপতিদের সহায়তায় পরাক্রমশালী কংস, যদুবংশীয় রাজাদের উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবদ্গীতায় (৪/৭-৮) ভগবানের বাণী সমর্থন করে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

সকলকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবান এই জড় জগৎ পালন করেন, কিন্তু রাজা এবং রাজনৈতিক নেতারা দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের সেই উদ্দেশ্যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং তাই সব কিছু ঠিক করার জন্য ভগবান স্বয়ং অথবা তাঁর অংশসহ আবির্ভূত হন। তাই বলা হয়েছে—

গর্ভং সঞ্চার্য রোহিণ্যাং দেবক্যা যোগমায়য়া ।
তস্যাঃ কুক্ষিং গতঃ কৃষ্ণো দ্বিতীয়ো বিবুধৈঃ স্তুতঃ ॥

"যোগমায়ার দ্বারা বলদেবের রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" *যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত।* যদুবংশীয় রাজারা সকলেই ছিলেন ভগবানের ভক্ত, কিন্তু শাল্ব আদি বহু শক্তিশালী অসুরেরা তাঁদের উৎপীড়ন করতে শুরু করে। তখন কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল এবং তাই কংস তার আশ্রয় অবলম্বন করে এবং অসুরদের সহায়তায় যদুদের উৎপীড়ন করতে শুরু করেছিল। অসুরদের স্বভাবতই দেবতাদের থেকে অধিক শক্তিশালী বলে মনে হয়, কিন্তু চরমে অসুরদের পরাজয় হয় এবং ভগবানের সহায়তা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে দেবতাদের জয় হয়।

শ্লোক ৩

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপঞ্চালকেকয়ান্ ।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি ॥ ৩ ॥

তে—তাঁরা (যদুবংশীয় রাজারা); **পীড়িতাঃ**—উৎপীড়িত হয়ে; **নিবিবিশুঃ**—(এই সমস্ত রাজ্যে) আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন অথবা প্রবেশ করেছিলেন; **কুরু-পঞ্চাল**—কুরু এবং পঞ্চালদের অধিকৃত দেশ; **কেকয়ান্**—কেকয়দের রাজ্য; **শাল্বান্**—শাল্বদের অধিকৃত রাজ্য; **বিদর্ভান্**—বিদর্ভদের অধিকৃত রাজ্য; **নিষধান্**—নিষধদের অধিকৃত রাজ্য; **বিদেহান্**—বিদেহদের রাজ্য; **কৌশলান্ অপি**—এবং কোশলদের অধিকৃত রাজ্য।

অনুবাদ

আসুরিক রাজাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে যাদবেরা তাঁদের রাজ্য পরিত্যাগ করে কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশল আদি রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৪-৫

একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে ।
হতেষু ষট্সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ॥ ৪ ॥
সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে ।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্ধনঃ ॥ ৫ ॥

একে—তারা কয়েকজন; **তম্**—কংসকে; **অনুরুন্ধানাঃ**—তার নীতি অনুসরণ করে; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়স্বজন; **পর্যুপাসতে**—তার সঙ্গে একমত হয়েছিল; **হতেষু**—নিহত হয়ে; **ষট্সু**—ছয়; **বালেষু**—শিশু; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর গর্ভজাত; **ঔগ্রসেনিনা**—উগ্রসেনের পুত্র কংসের দ্বারা; **সপ্তমঃ**—সপ্তম; **বৈষ্ণবম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ধাম**—অংশ; **যম্**—যাঁকে; **অনন্তম্**—অনন্ত নামে; **প্রচক্ষতে**—বিখ্যাত; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **বভুব**—হয়েছিলেন; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **হর্ষ-শোক-বিবর্ধনঃ**—একই সঙ্গে হর্ষ এবং শোক বর্ধনকারী।

অনুবাদ

কংসের কয়েকজন আত্মীয় কিন্তু কংসের নীতি এবং আচরণ অনুসরণ করতে লাগল। উগ্রসেনের পুত্র কংস দেবকীর ছটি পুত্র বিনাশ করলে, শ্রীকৃষ্ণের অংশ দেবকীর সপ্তম পুত্ররূপে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে তাঁর হর্ষ এবং শোক বর্ধন করেছিলেন। মহান ঋষিগণ এই অংশকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত বলে সম্বোধন করেন।

তাৎপর্য

অক্রূর আদি কয়েকজন মুখ্য ভক্ত কংসকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার সঙ্গে ছিলেন। কয়েকটি উদ্দেশ্যে তাঁরা তা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই আশা করেছিলেন যে, কংস কর্তৃক দেবকীর অন্যান্য পুত্রগণ নিহত হওয়া মাত্রই ভগবান আবির্ভূত হবেন, তাঁরা অধীর আগ্রহে তাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিলেন। কংসের সঙ্গে থেকে তাঁরা ভগবানের জন্মলীলা এবং শৈশবলীলা দর্শন করতে পারবেন, এবং পরে অক্রূর বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসবেন। *পর্যুপাসতে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের এই সমস্ত লীলা দর্শন করার জন্য কয়েকজন ভক্ত কংসের সঙ্গে ছিলেন। কংস কর্তৃক নিহত দেবকীর ছ'টি পুত্র পূর্বে মরীচির পুত্র ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁদের হিরণ্যকশিপুর পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। কংস তখন কালনেমি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং সেই জন্মে যারা ছিল তার পুত্র, এখন কংসরূপে সে তাদেরই হত্যা করছিল। সেটি ছিল একটি রহস্য। দেবকীর পুত্রগণ নিহত হওয়া মাত্রই তাঁরা স্বস্থানে ফিরে গিয়েছিলেন। ভক্তগণ সেটিও দর্শনের ইচ্ছা করেছিলেন। সাধারণত কেউই তার ভাগ্নেয়কে হত্যা করে না, কিন্তু কংস এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, সে বিনা দ্বিধায় তা করেছিল। অনন্তদেব হচ্ছেন দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ। এটিই অভিজ্ঞ টীকাকারদের অভিমত।

শ্লোক ৬

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্ ।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥ ৬ ॥

ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **বিশ্বাত্মা**—সকলের পরমাত্মা; **বিদিত্বা**—যদু এবং তাঁর অন্যান্য ভক্তদের পরিস্থিতি অবগত হয়ে; **কংসজম্**—কংসের কারণে; **ভয়ম্**—ভয়; **যদূনাম্**—যদুদের; **নিজ-নাথানাম্**—যাঁরা তাঁকে তাঁদের পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন; **যোগমায়াম্**—শ্রীকৃষ্ণের চিৎশক্তি যোগমায়াকে; **সমাদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

বিশ্বাত্মা ভগবান তাঁর অনুগত ভক্ত যাদবদের কংসের আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করার জন্য যোগমায়াকে এইভাবে আদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্* পদটির টীকায় বলেছেন, ভগবান্ স্বয়ম্ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। তিনি বিশ্বাত্মা বা সকলের পরমাত্মা, কারণ তাঁর অংশ পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *ক্ষেত্রজ্ঞ* বা সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সমস্ত অবতারের আদি উৎস। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বাসুদেব আদি বিষ্ণুর শত-সহস্র অংশ রয়েছে, কিন্তু এই জড় জগতে সমস্ত জীবের পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মা হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*—"হে অর্জুন! পরমেশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান।" শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর অংশ বিষ্ণুতত্ত্বরূপে বিশ্বাত্মা, তবুও তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহবশত তিনি পরমাত্মারূপে তাঁদের নির্দেশ দেন (*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)।

পরমাত্মার কার্য ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত দেবকীর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি কংসের উৎপীড়নের ভয়ে দেবকীর ভীত হওয়ার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই জড়-জাগতিক

অস্তিত্বের ভয়ে ভীত। একটু পরেই যে কি হবে তা কেউই জানে না, কারণ যে কোন মুহূর্তে দেহত্যাগ করতে হতে পারে (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। সেই তথ্য অবগত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত এমনভাবে আচরণ করেন, যাতে তাঁকে আর একটি শরীর গ্রহণ করে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে না হয়। এটিই হচ্ছে ভয়। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২/৩৭)। এই ভয় জড়-জাগতিক অস্তিত্বজনিত ভয় বা ভবভয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মানুষকেই জড়-জাগতিক অস্তিত্বের ভয়ে ভীত এবং সতর্ক থাকা উচিত, যদিও জড় জগতের অজ্ঞানের দ্বারা সকলেরই প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর ভক্তদের রক্ষা করতে সতর্ক থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এতই ভক্তবৎসল যে, তিনি তাঁর ভক্তদের ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে বিস্মৃত না হয়ে এই জড় জগতে অবস্থান করার বুদ্ধি প্রদান করেন। ভগবান বলেছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

"তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/১১)

যোগ শব্দের অর্থ 'যুক্ত হওয়া'। সমস্ত যোগের পন্থা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া ছিন্ন সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা। বিভিন্ন প্রকার যোগ রয়েছে, তার মধ্যে ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য যোগের পন্থায় সিদ্ধি লাভের পূর্বে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা প্রত্যক্ষ। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গতচিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" ভক্তিযোগের পরবর্তী জন্মে অন্তত মনুষ্য-শরীর প্রাপ্তি নিশ্চিত, সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন (*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*)। যোগমায়া ভগবানের চিচ্ছক্তি। ভক্তের প্রতি স্নেহবশত ভগবান সর্বদা তাঁদের চিন্ময় সংস্পর্শে থাকেন, যদিও তাঁর মায়াশক্তি এতই প্রবল যে, তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও মোহিত করে। তাই ভগবানের শক্তিকে বলা হয় যোগমায়া। ভগবান যেহেতু বিশ্বাত্মা, তাই তিনি দেবকীকে রক্ষা করার জন্য যোগমায়াকে আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্ ।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্যাস্তে নন্দগোকুলে ।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥ ৭ ॥

গচ্ছ—এখন যাও; **দেবি**—হে সমস্ত জগতের পূজনীয়া; **ব্রজম্**—ব্রজভূমিতে; **ভদ্রে**—সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধনকারিণী; **গোপ-গোভিঃ**—গোপ এবং গাভীগণ সহ; **অলঙ্কৃতম্**—অলঙ্কৃত; **রোহিণী**—রোহিণী নামক; **বসুদেবস্য**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের; **ভার্যা**—পত্নীদের অন্যতম; **আস্তে**—বাস করছেন; **নন্দ-গোকুলে**—গোকুল নামক নন্দ মহারাজের রাজ্য, যেখানে শত-সহস্র গাভী পালন করা হয়; **অন্যাঃ চ**—এবং অন্য পত্নীগণ; **কংস-সংবিগ্নাঃ**—কংসের ভয়ে ভীতা হয়ে; **বিবরেষু**—নির্জন স্থানে; **বসন্তি**—বাস করছেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

ভগবান যোগমায়াকে আদেশ দিলেন—হে সমগ্র জগতের পূজনীয়া এবং সমস্ত জীবের মঙ্গল বিধানকারিণী, তুমি ব্রজে যাও, যেখানে বহু গোপ এবং গোপীগণ বাস করেন। সেই অতি মনোরম স্থানে, যেখানে বহু গাভী বাস করে, সেখানে বসুদেবের পত্নী রোহিণী নন্দ মহারাজের গৃহে অবস্থান করছেন। তাই বসুদেবের অন্য পত্নীগণও কংসের ভয়ে অজ্ঞাতসারে সেখানে বাস করছেন। তুমি সেখানে যাও।

তাৎপর্য

মহারাজ নন্দের বাসস্থান নন্দগোকুল এক অত্যন্ত সুন্দর স্থান, এবং ভগবান যখন যোগমায়াকে সেখানে গিয়ে ভক্তদের অভয় প্রদান করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন সেই স্থান আরও সুন্দর এবং সুরক্ষিত হয়ে উঠেছিল। যোগমায়ার যেহেতু এই প্রকার পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে, তাই ভগবান তাঁকে নন্দগোকুলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্ ।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৮ ॥

দেবক্যাঃ—দেবকীর; **জঠরে**—উদরে; **গর্ভম্**—গর্ভ; **শেষাখ্যম্**—শেষ নামক শ্রীকৃষ্ণের অংশ; **ধাম**—অংশ; **মামকম্**—আমার; **তৎ**—তাঁকে; **সন্নিকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **রোহিণ্যাঃ**—রোহিণীর; **উদরে**—গর্ভে; **সন্নিবেশয়**—অক্লেশে স্থানান্তরিত কর।

অনুবাদ

দেবকীর গর্ভে সঙ্কর্ষণ বা শেষ নামক আমার অংশ বিরাজ করছেন, অক্লেশে তাঁকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত কর।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ বলদেব। তিনি শেষ নামেও পরিচিত। ভগবানের এই শেষ অবতার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন, এবং এই অবতারের শাশ্বত মাতা হচ্ছেন রোহিণী। ভগবান যোগমায়াকে বলেছিলেন, "যেহেতু আমি দেবকীর গর্ভে যাচ্ছি, তাই আমার অবস্থানের উপযুক্ত আয়োজন করার জন্য শেষ অবতার ইতিমধ্যেই সেখানে গেছেন। এখন তিনি তাঁর শাশ্বত মাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করুন।"

এই প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, চিন্ময় স্থিতিতে যিনি নিত্য বিরাজ করেন, সেই ভগবান কিভাবে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে পূর্বে ষড়্গর্ভ নামক ছ'টি অসুর প্রবেশ করেছিল। তার অর্থ কি ষড়্গর্ভাসুরেরা ভগবানের চিন্ময় শরীরের সমকক্ষ ছিল? তার উত্তর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে দিয়েছেন।

সমগ্র সৃষ্টি এবং তার ব্যষ্টি অংশ ভগবানের শক্তির বিস্তার। তাই ভগবান জড় জগতে প্রবেশ করলেও তিনি প্রবেশ করেন না। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪-৫) বিশ্লেষণ করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। যদিও সব কিছু আমারই সৃষ্ট, তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন কর! যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি সমস্ত সৃষ্টির উৎস।" *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। সব কিছুই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবানের বিস্তার, তবুও সব কিছু ভগবান নন এবং

তিনি সর্বত্র উপস্থিত নন। সব কিছুই তাঁর উপর আশ্রয় করে বিরাজ করে, তবুও তাঁর উপর আশ্রিত নয়। এই তথ্য কেবল *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনের মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত না হলে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, কারণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন,*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" সাধারণ মানুষেরা যদিও ভগবানকে জানতে পারে না, তবুও শাস্ত্রের বাণীর মাধ্যমে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তির নটি বিধি *(শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্)* সম্পাদন করার ফলে সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্ত জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও জড় জগতে থাকেন না। তা সত্ত্বেও ভক্ত সর্বদা ভীত থাকেন, "যেহেতু আমি জড় জগতের সংস্পর্শে রয়েছি, সেই জন্য কত কলুষ আমাকে প্রভাবিত করছে।" তাই তিনি সর্বদা ভয়ে সতর্ক থাকেন এবং তার ফলে তাঁর জড় বিষয়ের সঙ্গ হ্রাস পেতে থাকে।

প্রতীকরূপে, কংস থেকে মা দেবকীর সর্বক্ষণ ভয় তাঁকে পবিত্র করছিল। শুদ্ধ ভক্তের সর্বদাই জড় বিষয়ের সঙ্গের ভয়ে ভীত থাকা উচিত, এবং তার ফলে জড় বিষয়ের সঙ্গরূপ সমস্ত অসুরেরা নিহত হবে, ঠিক যেভাবে কংস কর্তৃক ষড়্গর্ভাসুরেরা নিহত হয়েছিল। বলা হয় যে, মন থেকে মরীচির আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ মরীচি হচ্ছে মনের অবতার। মনের ছটি পুত্র—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। শুদ্ধ ভক্তি থেকে ভগবান প্রকট হন। *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি*। ভক্তিই কেবল জীবকে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে আসতে পারে। ভগবান দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাই দেবকী ভক্তির প্রতীক, আর কংস জড়-জাগতিক ভয়ের প্রতীক। শুদ্ধ ভক্ত যখন সর্বদা জড় বিষয়ের সঙ্গের ভয়ে ভীত থাকেন, তখন ভক্তি প্রকাশিত হয় এবং তিনি স্বভাবতই জড় বিষয়ভোগের প্রতি নিস্পৃহ হন। মরীচির ছয় পুত্র যখন এই প্রকার ভয় কর্তৃক বিনষ্ট হয় এবং কারও যখন জড় কলুষ থেকে মুক্তিলাভ হয়, তখন ভক্তির গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হয়। দেবকীর সপ্তম গর্ভ ভগবানের আবির্ভাব ইঙ্গিত করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যরূপী ছয় পুত্রের বিনাশের পর, ভগবানের আবির্ভাবের উপযুক্ত আয়োজন করার জন্য শেষ অবতারের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ হৃদয়ে যখন স্বাভাবিক কৃষ্ণচেতনা জাগরিত হয়, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৯

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে ।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥

অথ—অতএব; **অহম্**—আমি; **অংশ-ভাগেন**—আমার অংশের দ্বারা; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **পুত্রতাম্**—পুত্র; **শুভে**—হে সর্বমঙ্গলময়ী যোগমায়া; **প্রাপ্স্যামি**—আমি হব; **ত্বম্**—তুমি; **যশোদায়াম্**—মা যশোদার গর্ভে; **নন্দ-পত্ন্যাম্**—নন্দ মহারাজের পত্নী; **ভবিষ্যসি**—আবির্ভূত হবে।

অনুবাদ

হে সর্বমঙ্গলময়ী যোগমায়া! আমি তখন আমার পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য সহ দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হব, এবং তুমিও নন্দ মহারাজের মহারাণী মা যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অংশভাগেন* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪২) ভগবান বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"হে অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এইমাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।" সব কিছুই ভগবানের শক্তির এক অংশরূপে অবস্থিত। দেবকীর গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্পর্কে ব্রহ্মাও অংশগ্রহণ করেছিলেন, কারণ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে তিনি ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভগবানের প্রথম অংশ বলদেবও একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। তেমনই, যোগমায়াও মা যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে জীবতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং শক্তিতত্ত্ব, সবই ভগবানে সন্নিবিষ্ট, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত অংশ সহ আবির্ভূত হন। পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যোগমায়াকে দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে সঙ্কর্ষণ বা বলরামকে আকর্ষণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং সেটি ছিল তাঁর পক্ষে এক অত্যন্ত ভারী কার্য। যোগমায়া স্বাভাবিকভাবেই বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে তাঁর পক্ষে

সঙ্কর্ষণকে আকর্ষণ করা সম্ভব। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শুভে বলে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তোমার কল্যাণ হোক। তুমি আমার থেকে শক্তি সংগ্রহ কর এবং তার ফলে তুমি তা করতে সক্ষম হবে।" ভগবানের কৃপায় যে কোন ব্যক্তির পক্ষে যে কোন কার্য করা সম্ভব, কারণ সব কিছুই ভগবানের বিভিন্ন অংশ (*অংশভাগেন*) হওয়ার ফলে ভগবান সব কিছুতেই বিরাজমান এবং তাঁর পরম ইচ্ছার প্রভাবে হ্রাস অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বলরাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে মাত্র পনের দিনের বড়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যোগমায়া মা যশোদার কন্যা হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে তিনি তাঁর পিতা এবং মাতার বাৎসল্য স্নেহ উপভোগ করতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মা যশোদার গর্ভ থেকে প্রকৃতপক্ষে জন্মগ্রহণ না করলেও মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজের বাৎসল্য স্নেহ উপভোগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে যোগমায়া মা যশোদার কন্যা হওয়ার গৌরব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে যশ লাভ করেছিলেন। *যশোদা* শব্দের অর্থ 'যশ প্রদানকারিণী'।

শ্লোক ১০

অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্ ।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥ ১০ ॥

অর্চিষ্যন্তি—পূজা করবে; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **ত্বাম্**—তোমাকে; **সর্ব-কাম-বর-ঈশ্বরীম্**—কারণ তুমি সমস্ত জড় বাসনা পূর্ণকারী দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **ধূপ**—ধূপের দ্বারা; **উপহার**—উপহারের দ্বারা; **বলিভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার বলির দ্বারা পূজা করবে; **সর্ব-কাম**—সমস্ত জড় বাসনার; **বর**—আশীর্বাদ; **প্রদাম্**—প্রদানকারী।

অনুবাদ

সকলের জড় বাসনা পূর্ণ করতে তোমার ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সাধারণ মানুষ পশুবলির দ্বারা এবং বিবিধ উপকরণের দ্বারা মহাসমারোহে তোমার পূজা করবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ* —"জড় বাসনার দ্বারা যাদের মন বিকৃত হয়েছে, তারা দেবতাদের শরণাগত হয়।" তাই *মনুষ্য* শব্দে এখানে তাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাঁরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়। এই প্রকার মানুষেরা বিদ্যা, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য আদি জড় জগতের ঈপ্সিত বস্তু ভোগ করার জন্য উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করতে চায়। যারা জীবনের

প্রকৃত লক্ষ্য বিস্মৃত হয়েছে, তারাই বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে মায়াশক্তি দুর্গাদেবীর পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার জন্য যেমন বিভিন্ন ধাম রয়েছে, তেমনই যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণকারী দুর্গাদেবী বা মায়াদেবীর পূজার জন্য ভারতবর্ষে বহু তীর্থস্থান রয়েছে। কংসকে প্রতারণা করে মায়াদেবী সাধারণ মানুষের নিয়মিত পূজা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে বিন্ধ্যাচলে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য আত্মতত্ত্ব বা আত্মা এবং পরমাত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। যাঁরা আত্মতত্ত্ব লাভে আগ্রহী, তাঁরা ভগবানের আরাধনা করেন (*যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*)। কিন্তু এই শ্লোকের পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যাঁরা আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না (*অপশ্যতাম্ আত্মতত্ত্বম্*), তারা বিভিন্ন রূপে যোগমায়ার পূজা করে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/২) বলা হয়েছে—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥

"হে রাজশ্রেষ্ঠ, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় উদাসীন, বিষয়াসক্ত গৃহমেধীদের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে।" যারা এই জড় জগতে থাকতে চায় এবং যাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহ নেই, তাদের বহু কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, তাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। এই প্রকার ব্যক্তিরা জড় সুখভোগে আগ্রহী নন।

শ্লোক ১১-১২

নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি ।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥ ১১ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ১২ ॥

নামধেয়ানি—বিভিন্ন নাম; **কুর্বন্তি**—প্রদান করবে; **স্থানানি**—বিভিন্ন স্থানে; **চ**—ও; **নরাঃ**—জড় সুখভোগে আগ্রহী ব্যক্তিরা; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **দুর্গা ইতি**—দুর্গা; **ভদ্রকালী ইতি**—ভদ্রকালী; **বিজয়া**—বিজয়া; **বৈষ্ণবী ইতি**—বৈষ্ণবী; **চ**—ও; **কুমুদা**—কুমুদা; **চণ্ডিকা**—চণ্ডিকা; **কৃষ্ণা**—কৃষ্ণা; **মাধবী**—মাধবী; **কন্যকা ইতি**—

কন্যকা বা কন্যাকুমারী; **চ**—ও; **মায়া**—মায়া; **নারায়ণী**—নারায়ণী; **ঈশানী**—ঈশানী; **শারদা**—শারদা; **ইতি**—এই প্রকার; **অম্বিকা**—অম্বিকা; **ইতি**—ও; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াদেবীকে এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন—পৃথিবীতে মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে তোমার দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করবে।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তি একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই মানুষদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে—শাক্ত এবং বৈষ্ণব, এবং কখনও কখনও তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। মূলত, যারা জড় সুখভোগের প্রতি আগ্রহশীল তারা শাক্ত, এবং যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে চিৎ-জগতে উন্নীত হতে আগ্রহশীল তাঁরা বৈষ্ণব। যেহেতু মানুষেরা সাধারণত জড় সুখভোগের প্রতি আগ্রহী, তাই তারা ভগবানের শক্তি মায়াদেবীর পূজা করে। বৈষ্ণবেরা কিন্তু শুদ্ধ *শাক্ত* বা শুদ্ধ ভক্ত, কারণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানের শক্তি হরার পূজা হয়। ভগবানের হ্লাদিনী শক্তিসহ ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভের জন্য বৈষ্ণব ভগবানের শক্তির কাছে প্রার্থনা করেন। তাই বৈষ্ণবেরা রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রুক্মিণী-দ্বারকাধীশ আদি বিগ্রহের আরাধনা করেন, কিন্তু দুর্গা-শাক্তরা বিভিন্ন নামে জড় শক্তি বা মহামায়ার পূজা করে।

যে সমস্ত নামে মায়াদেবী বিভিন্ন স্থানে পরিচিত, তার তালিকা বল্লভাচার্য প্রদান করেছেন। বারাণসীতে তিনি দুর্গা, অবন্তীতে ভদ্রকালী, উৎকলে বিজয়া, কোলাপুরে বৈষ্ণবী বা মহালক্ষ্মী (মহালক্ষ্মী এবং অম্বিকার প্রতিনিধি বর্তমানে মুম্বাইতে রয়েছেন।) কামরূপ দেশে তিনি চণ্ডিকা, উত্তর ভারতে তিনি শারদা এবং কন্যাকুমারিকায় কন্যকা। এইভাবে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিতা।

শ্রীল বিজয়ধ্বজ তীর্থপাদ তাঁর *পদরত্নাবলী-টীকায়* মায়াদেবীর এই সমস্ত নামের বিভিন্ন অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। মায়া দুরতিক্রম্যা বলে দুর্গা, মঙ্গলময়ী বলে ভদ্রা, নীলবর্ণ বিশিষ্ট বলে কালী, সর্বদিক বিজয়িনী বলে বিজয়া, বিষ্ণুশক্তিবলে বৈষ্ণবী, ভূমণ্ডলে আনন্দ বিলাস করেন বলে কুমুদা। শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করেন বলে চণ্ডিকা এবং সর্বপ্রকার জড় সুখভোগের সুযোগ প্রদান করেন বলে তিনি কৃষ্ণা। এইভাবে মহামায়া পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অবস্থিতা।

শ্লোক ১৩

গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ ॥ ১৩ ॥

গর্ভ-সঙ্কর্ষণাৎ—দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে আকর্ষণ করার ফলে; **তম্**—তাঁকে (রোহিণীনন্দনকে); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রাহুঃ**—লোকেরা বলবে; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণ নামের দ্বারা; **ভুবি**—জগতে; **রাম ইতি**—তিনি রাম নামেও পরিচিত হবেন; **লোক-রমণাৎ**—জনসাধারণকে ভক্তে পরিণত করার বিশেষ কৃপার ফলে; **বলভদ্রম্**—তাঁকে বলভদ্র নামেও সম্বোধন করা হবে; **বল-উচ্ছ্রয়াৎ**—অমিত বলের কারণে।

অনুবাদ

দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হবেন। গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দবিধান করার জন্য রাম এবং তাঁর অমিত বলের জন্য তিনি বলভদ্র নামে কীর্তিত হবেন।

তাৎপর্য

বলরামের সঙ্কর্ষণ, বলরাম অথবা কখনও কখনও রাম নামে অভিহিত হওয়ার এগুলি কয়েকটি কারণ। *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে* এই মহামন্ত্রে 'রাম' যখন বলরামকে বোঝান হয়, তখন কিছু মানুষ আপত্তি করে কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তরা আপত্তি করলেও তাদের জেনে রাখা উচিত যে, বলরাম এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বলরাম রাম নামেও অভিহিত হন (*রামেতি*)। তাই বলরামকে রাম বলে সম্বোধন কোন কৃত্রিম মনগড়া সম্বোধন নয়। জয়দেব গোস্বামীও তিন রামের কথা বলেছেন—পরশুরাম, রঘুপতি রাম এবং বলরাম। এরা তিনজনই রাম।

শ্লোক ১৪

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥ ১৪ ॥

সন্দিষ্টা—আদিষ্ট হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **তথা ইতি**—তাই হোক; **ওঁ**—ওঁ মন্ত্র; **ইতি**—এইভাবে; **তৎ-বচঃ**—তাঁর বাণী; **প্রতিগৃহ্য**—তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে; **পরিক্রম্য**—তাঁকে পরিক্রমা করে; **গাম্**—পৃথিবীতে; **গতা**—তিনি গিয়েছিলেন; **তৎ**—ভগবানের প্রদত্ত আদেশ; **তথা**—ঠিক তেমন; **অকরোৎ**—করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবানের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে যোগমায়া তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। ওঁ উচ্চারণের দ্বারা তিনি যে তাঁর সেই আদেশ পালন করবেন তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তিনি পৃথিবীতে নন্দগোকুল নামক স্থানে গমন করেছিলেন এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের আদেশ পেয়ে যোগমায়া দু'বার সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমে তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আমি আপনার আদেশ পালন করব।" এবং তারপর তিনি বলেছিলেন, "ওঁ।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, ওঁ হচ্ছে *বেদের* সম্মতিসূচক বাক্য। এইভাবে যোগমায়া ভগবানের আদেশকে বৈদিক আদেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান যা বলেন, তাই বৈদিক নির্দেশ, এবং কারুরই তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। বৈদিক নির্দেশে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব নেই। বৈদিক বাণীর প্রামাণিকতা বুঝতে না পারলে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দেওয়া নিরর্থক। *বেদের* নির্দেশ কখনও উপেক্ষা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক আদেশ পালন করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥

"অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের স্বরূপ জেনে কর্ম করা উচিত, যাতে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা যায়।"

শ্লোক ১৫

গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া ।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ ॥ ১৫ ॥

গর্ভে—গর্ভ যখন; **প্রণীতে**—যখন স্থানান্তরিত করা হয়েছিল; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **রোহিণীম্**—রোহিণীর গর্ভে; **যোগ-নিদ্রয়া**—যোগমায়া নামক ভগবানের চিৎ-শক্তির দ্বারা; **অহো**—হায়; **বিস্রংসিতঃ**—নষ্ট হয়েছিল; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **ইতি**—এইভাবে; **পৌরাঃ**—পুরবাসীগণ; **বিচুক্রুশুঃ**—বিলাপ করেছিলেন।

অনুবাদ

যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর সন্তান যখন রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখন দেবকীর মনে হয়েছিল যে, তাঁর গর্ভপাত হয়েছে, এবং তার ফলে সমস্ত পুরবাসীরা "হায়, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হল!" এই বলে উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

'সমস্ত পুরবাসীরা' বলতে কংসকেও বোঝান হয়েছে। সকলে যখন শোক প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন কংসও দয়াপরবশ হয়ে মনে করেছিল যে, কোন ঔষধ অথবা অন্য কোন কারণে দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। সপ্তম মাসে দেবকীর গর্ভ রোহিণীর গর্ভে কিভাবে আকর্ষণ করা হয়েছিল, তা *হরিবংশে* এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রোহিণী যখন মধ্যরাত্রে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছে যে, যেন তিনি স্বপ্ন দেখছেন তাঁর গর্ভপাত হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে জাগরিত হয়ে তিনি যখন দেখলেন যে, সত্য-সত্যই তা হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু যোগমায়া তাঁকে তখন বলেছিলেন, "হে শুভে, দেবকীর গর্ভ আকর্ষিত হয়ে তোমার গর্ভে স্থাপিত হল। অতএব তোমার এই পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হবেন।"

যোগনিদ্রা শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা চিন্ময় চেতনা লাভ করেন, তখন তাঁর কাছে এই জড় জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৬৯) বলা হয়েছে—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

"সমস্ত জীবের কাছে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্ম-বুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তা রাত্রি-স্বরূপ।" আত্ম উপলব্ধির স্তরকে বলা হয় *যোগনিদ্রা*। মানুষ যখন চিন্ময় চেতনায় জেগে ওঠেন, তখন তাঁর কাছে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। তাই যোগনিদ্রাকে যোগমায়া বলা যেতে পারে।

শ্লোক ১৬

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥ ১৬ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **বিশ্বাত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **ভক্তানাম্**—তাঁর ভক্তদের; **অভয়ঙ্করঃ**—সর্বদা ভয়ের সমস্ত কারণ বিনাশকারী; **আবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **অংশ-ভাগেন**—তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সহ (ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ); **মনঃ**—মনে; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেবের।

অনুবাদ

এইভাবে সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং ভক্তদের সমস্ত ভয় বিনাশকারী ভগবান তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সহ বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বিশ্বাত্মা শব্দের অর্থ যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান *(ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি)*। *বিশ্বাত্মা* শব্দের আর একটি অর্থ 'সকলের একমাত্র প্রেমাস্পদ'। সেই প্রেমাস্পদকে বিস্মৃত হওয়ার ফলে জীব এই জড় জগতে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, কিন্তু কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণপ্রেমরূপ তাঁর শাশ্বত চেতনাকে পুনর্জাগরিত করেন এবং বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত হন, তা হলে তাঁর জন্ম সার্থক হয়। তৃতীয় স্কন্ধে (৩/২/১৫) ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্*। পরমেশ্বর ভগবান জন্মরহিত হলেও তাঁর ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক একটি শিশুর মতো জন্মগ্রহণ করে আবির্ভূত হন। ভগবান মনের মধ্যেই রয়েছেন, এবং তাই ভক্তের দেহ থেকে তাঁর জন্মগ্রহণ করে আবির্ভূত হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। *আবিবেশ* শব্দটি ইঙ্গিত করে

যে, ভগবান বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁকে বীর্যস্খলনের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এটি শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত। *বৈষ্ণবতোষণীতে* শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, বসুদেবের চিত্তে চেতনার জাগরণ হয়েছিল। শ্রীল বীররাঘব আচার্য বলেছেন যে, বসুদেব ছিলেন একজন দেবতা এবং তাঁর চিত্তে ভগবান চেতনার জাগরণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ ।
দুরাসদোঽতিদুর্ধর্ষো ভূতানাং সম্বভূব হ ॥ ১৭ ॥

সঃ—তিনি (বসুদেব); **বিভ্রৎ**—ধারণ করেছিলেন; **পৌরুষম্**—ভগবান সম্বন্ধীয়; **ধাম**—দিব্য জ্যোতি; **ভ্রাজমানঃ**—দীপ্তিশালী; **যথা**—যেমন; **রবিঃ**—সূর্যকিরণ; **দুরাসদঃ**—দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন, ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা তাঁকে জানা যায় না; **অতি-দুর্ধর্ষঃ**—দুঃসহ; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **সম্বভূব**—হয়েছিল; **হ**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করে, ভগবানের চিন্ময় জ্যোতির প্রভাবে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী হয়েছিলেন। তাই ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা তাঁকে দর্শন করা অথবা তাঁর সমীপবর্তী হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। বস্তুতপক্ষে, তাঁর সেই তেজ কংস আদি জীবমাত্রেরই দুঃসহ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ধাম শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ধাম* শব্দে সেই স্থানকে বোঝায় যেস্থানে ভগবান বাস করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে (১/১/১) বলা হয়েছে, *ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি*। ভগবানের ধামে জড়া প্রকৃতির কোন প্রভাব নেই (*ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্*)। যেখানে ভগবান তাঁর নাম, রূপ, গুণ অথবা পরিকর সহ বিরাজ করেন, সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ধামে পরিণত হয়। যেমন, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং মথুরাকে আমরা ধাম বলি, কারণ সেই সমস্ত স্থানে ভগবানের নাম, যশ, গুণ এবং পরিকর সর্বদা বিরাজমান। তেমনই, কেউ যদি কোন কার্য সম্পাদনে

ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হন, তা হলে তাঁর হৃদয় ধামে পরিণত হয়, এবং তার ফলে তিনি এমনই শক্তিশালী হন যে, কেবল তাঁর শত্রুরাই নয়, সাধারণ মানুষেরাও তাঁর কার্যকলাপ দর্শন করে আশ্চর্যান্বিত হন। যেহেতু কেউই তাঁর নিকটস্থ হতে পারে না, তাই তাঁর শত্রুরা কেবল বিস্ময়ে হতবাক হয়। সেই কথা এখানে *দুরাসদোঽতিদুর্ধর্ষঃ* শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পৌরুষং ধাম পদটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন আচার্যেরা করেছেন। শ্রীবীররাঘব আচার্য বলেছেন যে, এই পদটি ভগবানের তেজ সম্বন্ধীয়। বিজয়ধ্বজ বলেছেন তা বিষ্ণুতেজ সম্বন্ধীয় এবং শুকদেব বলেছেন ভগবৎ-স্বরূপ। *বৈষ্ণবতোষণী*তে বলা হয়েছে যে, এই পদটি ভগবানের তেজের প্রভাব বর্ণনা করে, এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তা ভগবানের আবির্ভাব বোঝায়।

শ্লোক ১৮

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী ।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—তারপর; **জগৎ-মঙ্গলম্**—সমগ্র জগতের সমস্ত জীবের মঙ্গলজনক; **অচ্যুত-অংশম্**—ষড়ৈশ্বর্য থেকে যিনি কখনও বিচ্যুত হন না এবং তাঁর সমস্ত অংশের মধ্যেও যা বর্তমান সেই ভগবান; **সমাহিতম্**—পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত; **শূর-সুতেন**—শূরসেনের পুত্র বসুদেবের দ্বারা; **দেবী**—দেবকীদেবী; **দধার**—বহন করেছিলেন; **সর্ব-আত্মকম্**—সকলের পরমাত্মা; **আত্ম-ভূতম্**—সর্বকারণের পরম কারণ; **কাষ্ঠা**—পূর্বদিক; **যথা**—যেমন; **আনন্দকরম্**—আনন্দময় (চন্দ্র); **মনস্তঃ**—মনের মধ্যে স্থাপিত হয়ে।

অনুবাদ

তারপর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধানকারী ভগবান তাঁর অংশ সহ বসুদেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এইভাবে বসুদেবের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে, দেবকী সমস্ত চেতনার উৎস, সর্বকারণের কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করে পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে উদীয়মান চন্দ্রকে ধারণ করে পূর্বদিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়।

তাৎপর্য

মনস্তঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, ভগবান দেবকীর হৃদয়ে কোন সাধারণ বিধির দ্বারা স্থানান্তরিত হননি, দীক্ষার দ্বারা হয়েছিলেন। তাই এখানে দীক্ষার মহত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বদা যিনি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেন, সেই প্রকার উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দীক্ষিত না হলে, হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না।

অচ্যুতাংশম্ শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—তাঁর মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, জ্ঞান, শ্রী এবং বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিরাজমান। ভগবান কখনও তাঁর ঐশ্বর্য থেকে বিচ্যুত হন না। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) বলা হয়েছে, *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*—ভগবান সর্বদা রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি অংশ সহ বিরাজ করেন। তাই *অচ্যুতাংশম্* শব্দটি এখানে বিশেষভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভগবান সর্বদা তাঁর অংশ এবং ঐশ্বর্য সহ বিরাজমান। যোগীরা যেভাবে ভগবানের ধ্যান করে, সেই প্রকার কৃত্রিমভাবে ভগবানের কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন হয় না। *ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। যোগীরা তাঁদের হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের কাছে ভগবান উপস্থিত থাকেন, এবং তাঁর উপস্থিতি জাগরিত করার জন্য কেবল সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষার প্রয়োজন হয়। ভগবানের দেবকীর গর্ভে বাস করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁর হৃদয়ে ভগবানের উপস্থিতি তাঁকে ধারণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কখনই মনে করা উচিত নয় যে, বসুদেব কর্তৃক বীর্যাধানের ফলে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকী তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

বসুদেব যখন ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তখন তিনি দীপ্তিশীল সূর্যের মতো প্রতিভাত হয়েছিলেন, যার উজ্জ্বল কিরণ সাধারণ মানুষের পক্ষে অসহনীয় ছিল। বসুদেবের শুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের যে রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদি রূপ থেকে ভিন্ন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ যেখানে প্রকাশিত হয়, বিশেষ করে হৃদয়ে, সেই স্থানকে বলা হয় ধাম। ধাম কেবল শ্রীকৃষ্ণের রূপকেই ইঙ্গিত করে না, তাঁর নাম, রূপ, গুণ এবং পরিকরেরও দ্যোতক। সব কিছু একই সঙ্গে প্রকট হয়।

এইভাবে ভগবানের শাশ্বত রূপ বসুদেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিল, ঠিক যেভাবে অস্তগামী সূর্যের কিরণ পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান পূর্ণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের শরীর থেকে দেবকীর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সাধারণ জীবের পরিস্থিতির অতীত। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিরাজমান হন, তখন বুঝতে হবে যে, নারায়ণ আদি তাঁর সমস্ত অংশ এবং নৃসিংহ, বরাহ আদি তাঁর সমস্ত অবতারেরাও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, এবং তাঁরা জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। এইভাবে, দেবকী একমেবাদ্বিতীয় সর্বকারণের পরম কারণ ভগবানের ধামে পরিণত হয়েছিলেন। দেবকী ভগবানের ধামে পরিণত হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি কংসের গৃহে ছিলেন, তাই তাঁকে অবরুদ্ধ অগ্নিশিখা বা অপব্যবহৃত বিদ্যার মতো মনে হয়েছিল। অগ্নি যখন কোন পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তখন তাঁর জ্যোতির্ময় কিরণ কেউই দেখতে পায় না। তেমনই, বিদ্যার যখন অপব্যবহার হয় এবং মানুষ যখন তার সুফল লাভ করতে পারে না, তখন তার মূল্য মানুষ বুঝতে পারে না। তেমনই, দেবকী কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ থাকার দরুন, ভগবানকে অন্তরে ধারণ করার ফলে তাঁর যে দিব্য সৌন্দর্য তা কেউই দর্শন করতে পারেনি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বীররাঘব আচার্য লিখেছেন, *বসুদেব-দেবকীজঠরয়োর্হৃদয়য়োর্ভগবতঃ সম্বন্ধঃ*। বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর গর্ভে ভগবানের প্রবেশ ছিল হৃদয়ের সম্পর্ক।

শ্লোক ১৯

সা দেবকী সর্বজগন্নিবাস-
নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে ।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥ ১৯ ॥

সা দেবকী—সেই দেবকী; **সর্ব-জগৎ-নিবাস**—সমগ্র জগতের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান (*মৎস্থানি সর্বভূতানি*); **নিবাস-ভূতা**—দেবকীর গর্ভ এখন ভগবানের বাসস্থানে পরিণত হয়েছিল; **নিতরাম্**—অত্যন্ত; **ন**—না; **রেজে**—উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; **ভোজেন্দ্র-গেহে**—কংসের গৃহের সীমার ভিতরে; **অগ্নিশিখা ইব**—অগ্নিশিখার মতো; **রুদ্ধা**—আচ্ছাদিত; **সরস্বতী**—বিদ্যাদেবী; **জ্ঞানখলে**—জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা বিতরণ করতে পারে না; **যথা**—যেমন; **সতী**—হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

দেবকী সর্বকারণের পরম কারণ, সমগ্র জগতের আশ্রয় ভগবানকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেছিলেন, কিন্তু কংসের গৃহে কারারুদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর সেই চিন্ময় সৌন্দর্য কেউ দর্শন করতে পারেনি, ঠিক যেমন পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নির শিখা কেউ দেখতে পায় না, অথবা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা বিতরণ না করা হলে যেমন মানুষের তাতে কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *জ্ঞানখল* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞানের সার্থকতা বিতরণের মধ্যে। যদিও পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রয়েছে, তবুও বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা যখন কোন বিশেষ ধরনের জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখন তাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে তা বিতরণ করেন, কারণ তা না হলে জ্ঞান ক্রমশ শুকিয়ে যায় এবং কেউই তার থেকে লাভবান হতে পারে না। ভারতবর্ষে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন না কোন কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে এই দিব্য ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান বিতরণ হয়নি, যদিও এই জ্ঞান সমগ্র মানব-সমাজের জন্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে সমস্ত ভারতবাসীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সারা পৃথিবী জুড়ে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান বিতরণ করতে।

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)

ভারতবর্ষে যদিও *ভগবদ্গীতার* দিব্যজ্ঞান রয়েছে, তবুও তা বিতরণ করার যে কর্তব্য, সেটি ভারতবাসীরা যথাযথভাবে গ্রহণ করেনি। তাই সেই জ্ঞান যথাযথভাবে বিতরণ করার জন্য আজ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। পূর্বে যদিও *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সমস্ত প্রচেষ্টায় প্রকৃত জ্ঞানের বিকৃতি এবং জড়-জাগতিক জ্ঞানের সঙ্গে তার আপস মীমাংসার চেষ্টা করার ফলে তা সফল হয়নি। কিন্তু এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কোন রকম জড়-জাগতিক জ্ঞানের সঙ্গে আপস মীমাংসা না করে যথাযথভাবে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান বিতরণ করছে এবং মানুষ তাদের কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত করে যথার্থই লাভবান হয়ে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হচ্ছেন। তাই যথাযথভাবে জ্ঞান বিতরণ শুরু হলে সারা পৃথিবীরই কেবল মঙ্গল হবে তাই নয়, সমগ্র মানব-সমাজে ভারতবর্ষের মহিমা বর্ধিত হবে। কংস কৃষ্ণভক্তিকে তার গৃহে কারারুদ্ধ করে রাখতে

চেয়েছিল (*ভোজেন্দ্রগেহে*), কিন্তু তার ফলে তার সমস্ত ঐশ্বর্য সহ সে বিনষ্ট হয়েছিল। তেমনই, ভারতবর্ষের বিবেকবর্জিত নেতাদের দ্বারা *ভগবদ্গীতার* প্রকৃত জ্ঞান অবরুদ্ধ হয়েছে এবং তার ফলে ভারতের সংস্কৃতি ও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হতে চলেছে। কিন্তু এখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রভাবে তার প্রসার হচ্ছে এবং *ভগবদ্গীতার* যথার্থ সদ্ব্যবহারের প্রয়াস হচ্ছে ।

শ্লোক ২০

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং
বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্ ।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং
ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥ ২০ ॥

তাম্—তাঁকে (দেবকীকে); **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কংসঃ**—তাঁর ভ্রাতা কংস; **প্রভয়া**—তাঁর সৌন্দর্য এবং প্রভাব বর্ধিত হওয়ায়; **অজিত-অন্তরাম্**—অজিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে তাঁর অন্তরে ধারণ করার ফলে; **বিরোচয়ন্তীম্**—প্রকাশিত; **ভবনম্**—সারা গৃহ; **শুচি-স্মিতাম্**—হাস্যোজ্জ্বল; **আহ**—নিজেই নিজেকে বলেছিলেন; **এষঃ**—এই (পরম পুরুষ); **মে**—আমার; **প্রাণ-হরঃ**—প্রাণনাশক; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **গুহাম্**—দেবকীর উদরে; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছে; **যৎ**—যেহেতু; **ন**—ছিল না; **পুরা**—পূর্বে; **ইয়ম্**—দেবকী; **ঈদৃশী**—এই প্রকার।

অনুবাদ

দেবকীর অন্তরে ভগবান বিরাজমান থাকায় তাঁর প্রভার দ্বারা কারাগৃহ আলোকিত হয়েছিল। তাঁকে আনন্দময়, শুদ্ধ এবং হাস্যোজ্জ্বল দর্শন করে কংস মনে মনে বিচার করেছিল, "আমার প্রাণনাশক ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছে, কারণ পূর্বে দেবকী কখনও এই রকম আনন্দময় এবং প্রভাবতী ছিল না।"

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" এই যুগে সম্প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্পাদনে অসম্ভব ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জড় সভ্যতা শরীরের ভিতর জীবনী-শক্তি প্রদানকারী আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে, কেবল শরীরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনেরই গুরুত্ব দিচ্ছে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে*), দেহের অভ্যন্তরে জীবনীশক্তি প্রদানকারী দেহী রয়েছে, যার গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু মানব-সমাজ এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, দেহের অভ্যন্তরে সেই জীবনীশক্তিকে জানার পরিবর্তে, কেবল বাহ্যিক কার্যকলাপেই তারা সর্বদা ব্যস্ত। এটিই মানুষের কর্তব্যের অবহেলা। তাই শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বা জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই জন্য কংসের মতো মানুষেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে এই আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে। একজন রাজনীতিবিদ্ মন্তব্য করেছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এক মহামারীর মতো বিস্তার লাভ করছে এবং এখনই যদি তা রোধ না করা হয়, তা হলে দশ বছরের মধ্যে তা সরকারি ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অবশ্যই সেই ক্ষমতা রয়েছে। মহাজনেরা বলেছেন (*চৈঃ চঃ আদি* ১৭/২২), *কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার*—এই কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, এবং তার বিস্তার এইভাবে হতে থাকবে। যুবক সম্প্রদায় যে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করছে এবং এই আন্দোলনের যে এইভাবে প্রসার হচ্ছে, তা দেখে কংসের মতো মানুষেরা অত্যন্ত ভীত, কিন্তু কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে পারেনি, তেমনই কংসের মতো মানুষেরা এই আন্দোলনকে বাধা দিতে পারবে না। এই আন্দোলনের নেতারা যদি সমস্ত নিয়ম পালন করেন এবং নিয়মিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাই তাঁদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে কৃষ্ণভক্তিতে অবিচলিত থাকেন, তা হলে এই আন্দোলন ক্রমশ বর্ধিত হতে থাকবে।

শ্লোক ২১

কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে
যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্ ।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং
যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥ ২১ ॥

কিম্—কি; **অদ্য**—এখন; **তস্মিন্**—এই পরিস্থিতিতে; **করণীয়ম্**—করণীয়; **আশু**—অবিলম্বে; **মে**—আমার কর্তব্য; **যৎ**—যেহেতু; **অর্থ-তন্ত্রঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সর্বদা সাধুদের রক্ষা করতে এবং অসাধুদের বিনাশ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প; **ন**—করেন না; **বিহন্তি**—ত্যাগ করেন; **বিক্রমম্**—তাঁর পরাক্রম; **স্ত্রিয়াঃ**—একজন স্ত্রী; **স্বসুঃ**—আমার ভগ্নী; **গুরু-মত্যাঃ**—বিশেষ করে সে যখন গর্ভবতী; **বধঃ অয়ম্**—বধ করা; **যশঃ**—যশ; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **হন্তি**—বিনষ্ট হবে; **অনুকালম্**—চিরকালের জন্য; **আয়ুঃ**—এবং আয়ু।

অনুবাদ

কংস ভেবেছিল, এখন আমার কি করা কর্তব্য? ভগবান, যিনি তাঁর উদ্দেশ্য জানেন (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্), তিনি তাঁর বিক্রম পরিত্যাগ করবেন না। দেবকী একটি স্ত্রী, সে আমার ভগ্নী এবং অধিকন্তু সে গর্ভবতী। আমি যদি তাকে বধ করি, তা হলে আমার যশ, ঐশ্বর্য, আয়ু নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

বৈদিক নীতি অনুসারে স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, শিশু এবং গাভী কখনও বধ করা উচিত নয়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কংস ভগবানের মহাশত্রু হলেও বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং আত্মার দেহান্তর ও এই জীবনের কর্ম অনুসারে পরবর্তী জীবনে ফলভোগের তথ্য অবগত ছিল। দেবকী যেহেতু একজন স্ত্রী, তার ভগ্নী এবং গর্ভবতী ছিল, তাই সে দেবকীকে বধ করতে ভীত হয়েছিল। ক্ষত্রিয় বীরোচিত কার্য করে যশ লাভ করে। কিন্তু তার আশ্রিতা, কারারুদ্ধা এক রমণীকে বধ করে সে কি বীরত্ব প্রদর্শন করবে? তাই কংসের শত্রু দেবকীর গর্ভে থাকলেও কংস হঠকারিতা করে দেবকীকে বধ করতে চায়নি, কারণ এই প্রকার অজ্ঞান স্থিতিতে শত্রুকে বধ করা বীরত্ব প্রদর্শন হবে না। ক্ষত্রিয় নীতি অনুসারে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে উপযুক্ত অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। এইভাবে শত্রুকে বধ করে বিজয়ী যশ লাভ করেন । কংস এই বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করেছিল এবং তাই দেবকীকে বধ করা থেকে বিরত হয়েছিল, যদিও সে নিশ্চিতভাবে জানত যে, তার শত্রু ইতিমধ্যেই দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ২২

স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো
বর্তেত যোঽত্যন্তনৃশংসিতেন ।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি
গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি; **জীবন্**—জীবিত অবস্থায়; **খলু**—ও; **সম্পরেতঃ**—মৃত; **বর্তেত**—জীবিত থাকে; **যঃ**—যে; **অত্যন্ত**—অত্যন্ত; **নৃশংসিতেন**—নিষ্ঠুর কর্মের দ্বারা; **দেহে**—দেহ যখন; **মৃতে**—শেষ হয়ে যায়; **তম্**—তাকে; **মনুজাঃ**—সমস্ত মানুষেরা; **শপন্তি**—নিন্দা করে; **গন্তা**—সে যাবে; **তমঃ-অন্ধম্**—নারকীয় জীবনে; **তনু-মানিনঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তির; **ধ্রুবম্**—নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত, কারণ জীবিত অবস্থায় এবং তার মৃত্যুর পর সকলেই তাকে অভিশাপ প্রদান করতে থাকে। আর মৃত্যুর পর সেই দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অন্ধতম নামক নরকে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

কংস বিবেচনা করেছিল যে, সে যদি তার ভগ্নীকে হত্যা করে, তা হলে তার জীবিত অবস্থায় সকলে তার নিন্দা করবে এবং মৃত্যুর পর তার সেই নিষ্ঠুর কর্মের জন্য সে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করবে। বলা হয় যে, কসাইয়ের মতো নিষ্ঠুর ব্যক্তির বেঁচে থাকা উচিত নয় এবং মরাও উচিত নয়। সে যখন বেঁচে থাকে, তখন সে তার পরবর্তী জীবনের জন্য এক নারকীয় অবস্থা সৃষ্টি করে, এবং তাই তার বেঁচে থাকা উচিত নয়। কিন্তু তার মরাও উচিত নয়, কারণ মৃত্যুর পর তাকে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করতে হবে। অতএব উভয় পরিস্থিতিতেই সে অভিশপ্ত। আত্মার দেহান্তরের তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত থাকার ফলে, কংস দেবকীকে বধ না করাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছিল।

এই শ্লোকে *গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্* পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা বিস্তারিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণবতোষণী- টীকায়* বলেছেন—*তত্র তনুমানিনঃ পাপিন ইতি দেহাত্মবুদ্ধ্যৈব*

পাপাভিনিবেশো ভবতি। যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, সে মনে করে, "এই দেহটিই আমি", এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হয়ে জীবন ধারণ করে, সে নারকী।

অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০)

যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, তার ইন্দ্রিয়ের উপর কোন সংযম নেই। এই প্রকার ব্যক্তি আত্মার দেহান্তরের তত্ত্ব না জেনে আহার, পান, আনন্দ উপভোগ এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে কোন পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। এই প্রকার ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই করে, এবং সেই জন্য প্রকৃতির নিয়মে বিভিন্ন প্রকার জড় দেহে বার বার অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে।

যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ
কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ ।
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৫)

দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ *কর্মানুবন্ধ* বা কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে জড় দেহ ধারণ করতে বাধ্য হয়। *শরীরবন্ধ* অর্থাৎ জড় দেহের বন্ধন দুঃখ-দুর্দশার উৎস (*ক্লেশদ*)।

ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়ম্
অসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

জড় শরীর যদিও অনিত্য, তবুও তা নানাভাবে জীবকে ক্লেশ প্রদান করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানব-সভ্যতা আজ *তনুমানী* অর্থাৎ, দেহাত্মবুদ্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যার ফলে মানুষ মনে করে "আমি এই দেশের অধিবাসী", "আমি এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত" ইত্যাদি। আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত ধারণা রয়েছে এবং আমরা ক্রমশ ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, সাম্প্রদায়িকভাবে এবং জাতিগতভাবে *কর্মানুবন্ধের* পাপকর্মে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি। দেহ ধারণের জন্য মানুষ অন্য প্রাণীদের দেহ বধ করে *কর্মানুবন্ধে* জড়িয়ে পড়ছে। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, *তনুমানী* অর্থাৎ যারা দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত, তারা পাপী। এই প্রকার পাপী ব্যক্তিদের চরমে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করতে হয় (*গন্তা তমোন্ধম্*)। বিশেষ করে যে ব্যক্তি

পশু হত্যা করে দেহধারণ করতে চায়, সে মহাপাপী এবং তার পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯-২০) ভগবান বলেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধমদের আমি এই সংসারেই অশুভ আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি। হে অর্জুন, অসুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করতে অক্ষম হয়ে তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।" মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই পরম সৌভাগ্য অর্জন করে, মনুষ্য-জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা। তাই মানুষের অবশ্য কর্তব্য *তনুমানী* অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে উপলব্ধি করা।

শ্লোক ২৩

ইতি ঘোরতমাদ্ ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে বিচার করে; **ঘোর-তমাৎ ভাবাৎ**—কিভাবে তার ভগ্নীকে হত্যা করবে, সেই অত্যন্ত জঘন্য চিন্তা থেকে; **সন্নিবৃত্তঃ**—নিবৃত্ত হয়েছিল; **স্বয়ম্**—স্বয়ং বিচার করে; **প্রভুঃ**—জ্ঞানী কংস; **আস্তে**—ছিল; **প্রতীক্ষন্**—সেই সময়ের প্রতীক্ষা করে; **তৎ-জন্ম**—তাঁর জন্ম হওয়া পর্যন্ত; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **বৈর-অনুবন্ধকৃৎ**—এই প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করতে বদ্ধপরিকর।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে বিচার করে কংস ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করতে বদ্ধপরিকর হওয়া সত্ত্বেও ভগ্নীবধরূপ জঘন্য কার্য থেকে বিরত হয়েছিল। সে স্থির করেছিল যে, ভগবানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে এবং তারপর যা করণীয় তা করবে।

শ্লোক ২৪

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্ মহীম্ ।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥ ২৪ ॥

আসীনঃ—তার ঘরে অথবা সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে; **সংবিশন্**—অথবা শয্যায় শয়ন করে; **তিষ্ঠন্**—অথবা কোন স্থানে অবস্থান করে; **ভুঞ্জানঃ**—আহার করার সময়; **পর্যটন্**—বিচরণ করার সময়; **মহীম্**—ভূমিতে; **চিন্তয়ানঃ**—সর্বদা শত্রুভাবে চিন্তা করে; **হৃষীকেশম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অপশ্যৎ**—দর্শন করেছিলেন; **তৎ-ময়ম্**—কৃষ্ণময়; **জগৎ**—সমগ্র জগৎ।

অনুবাদ

কংস সিংহাসনে অথবা তার ঘরে উপবেশন করার সময়, শয্যায় শয়ন করার সময়, কোন স্থানে অবস্থান করার সময়, ভোজন করার সময় অথবা বিচরণ করার সময় সর্বদাই তার শত্রু ভগবান হৃষীকেশকে কেবল দর্শন করেছিল। অর্থাৎ, তার সর্বব্যাপক শত্রুর কথা চিন্তা করে কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী সর্বোত্তম কৃষ্ণভক্তিকে *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্* বা অনুকূলভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন বলে বর্ণনা করেছেন। নিঃসন্দেহে কংসও কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিল, কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণকে তার শত্রু বলে মনে করার ফলে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকলেও তার সেই চেতনা অনুকূল ছিল না। কৃষ্ণভাবনার অনুকূল অনুশীলনের ফলে মানুষ এতই সুখী হন যে, তিনি আর *কৈবল্যসুখম্* বা শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়াকেও খুব একটা লাভজনক বলে মনে করেন না। *কৈবল্যং নরকায়তে* । নির্বিশেষবাদীদের চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বে বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াকে কৃষ্ণভক্ত নরকতুল্য বলে মনে করেন। *কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে*। কর্মীরা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সেই স্বর্গলোকে উন্নতিকে আকাশকুসুমের মতো নিরর্থক বলে মনে করেন। *দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে*। যোগীরা তাদের ইন্দ্রিয় সংযম করে সুখী হতে চায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সেই যোগের পন্থাকেও উপেক্ষা করেন। তিনি তাঁর পরম শত্রু বিষধর সর্পের মতো ভয়ঙ্কর ইন্দ্রিয়গুলির ভয়েও

ভীত নন। কারণ অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করছেন, তাঁর কাছে কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদের আনন্দ নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে হয়। কংস কিন্তু অন্যভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হওয়ায় অর্থাৎ বৈরীভাবাপন্ন হওয়ার ফলে, শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে অথবা ভোজনে সর্বদাই ভয়ভীত হয়ে বিপদ অনুভব করেছিল। এটিই ভক্ত এবং অভক্তদের মধ্যে পার্থক্য। ভগবানকে সর্বদা এড়াবার চেষ্টা করে, অভক্ত অথবা নাস্তিকেরাও ভগবৎ-চেতনার অনুশীলন করে। যেমন, তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা, যারা রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণের ফলে জীবন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তারা বাহ্য জড় উপাদানগুলিকে পরমতত্ত্ব বলে মনে করে। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা জীবনকে ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে মানতে চায় না। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু ইত্যাদির সমন্বয়ের ফলে জীবের উদ্ভব হয় না, পক্ষান্তরে জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ*)। কেউ যদি বুঝতে পারেন যে, জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তা হলে তিনি জীবের প্রকৃতি অধ্যয়ন করার দ্বারা ভগবানের প্রকৃতিও উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু নাস্তিকেরা যেহেতু ভগবদ্ভাবনায় আগ্রহী নয়, তাই তারা নানা রকম প্রতিকূল পন্থায় কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার দ্বারা সুখী হওয়ার চেষ্টা করে।

কংস যদিও সর্বদাই ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় মগ্ন ছিল, তবুও সে সুখী হতে পারেনি। ভক্ত কিন্তু রাজপ্রাসাদেই থাকুন অথবা গাছের তলাতেই থাকুন, সর্বদাই সুখী। শ্রীল রূপ গোস্বামী গাছের তলায় থাকার জন্য মন্ত্রীত্বের পদ ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তিনি সুখী ছিলেন। *ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ* (*ষড়্গোস্বামী-অষ্টক* ৪)। তিনি মন্ত্রীরূপে অতি উচ্চ রাজপদের পরোয়া করেননি। বৃন্দাবনে একটি গাছের নীচে থেকে, অনুকূলভাবে ভগবানের সেবা করে, তিনি অধিক সুখ উপভোগ করেছিলেন। এটিই ভক্ত এবং অভক্তদের পার্থক্য। অভক্তের কাছে সারা জগৎ নানা সমস্যায় জর্জরিত, কিন্তু ভক্তের কাছে সারা জগৎ আনন্দময়।

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে ।
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

(*চৈতন্যচন্দ্রামৃত* ৯৫)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সেই সুখদায়ক পরিস্থিতি ভক্ত প্রাপ্ত হন। *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে* (*ভগবদ্গীতা* ৬/২২)। ভক্ত আপাতদৃষ্টিতে মহাসঙ্কটে পতিত হলেও বিচলিত হন না।

শ্লোক ২৫

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মা—চতুরানন; **ভবঃ চ**—এবং শিব; **তত্র**—সেখানে; **এত্য**—উপস্থিত হয়ে; **মুনিভিঃ**—মহর্ষিগণ সহ; **নারদ-আদিভিঃ**—নারদ আদির দ্বারা; **দেবৈঃ**—এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের দ্বারা; **স-অনুচরৈঃ**—তাঁদের অনুচরগণ সহ; **সাকম্**—সহ; **গীর্ভিঃ**—দিব্য স্তবের দ্বারা; **বৃষণম্**—সকলকে বর প্রদানে সক্ষম ভগবান; **ঐড়য়ন্**—প্রসন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ, দেবল, ব্যাস প্রমুখ ঋষিগণ এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এবং শিব অদৃশ্যভাবে দেবকীর কক্ষে আগমন করে, সকলে একত্রে সর্ব আশীর্বাদ প্রদানকারী ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ (*পদ্ম-পুরাণ*)। দুই প্রকার মানুষ রয়েছে—দৈব এবং অসুর, এবং তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। কংস ছিল একটি অসুর এবং তাই সে সর্বদা পরিকল্পনা করছিল কিভাবে ভগবানকে অথবা তাঁর মাতা দেবকীকে হত্যা করা যায়। এইভাবে সেও কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিল। কিন্তু ভক্তরা অনুকূলভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত (*বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবঃ*)। ব্রহ্মা এত ক্ষমতাসম্পন্ন যে, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্যের অধ্যক্ষ, তবুও ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য তিনি স্বয়ং এসেছিলেন। ভব বা শিব সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তন করে আনন্দে মগ্ন থাকেন। আর নারদের কি কথা? *নারদমুনি, বাজায় বীণা, রাধিকারমণ-নামে*। নারদ মুনি সর্বদা তাঁর বীণা বাজিয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিচরণ করে ভক্তকে খুঁজে বেড়ান অথবা কাউকে ভক্তে পরিণত করার চেষ্টা করেন। নারদ মুনির কৃপায় একজন ব্যাধও ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *তোষণীতে* বলেছেন যে, *নারদাদিভিঃ* শব্দের অর্থ নারদ এবং দেবতাদের সঙ্গে সনক, সনাতন প্রভৃতি মহাত্মারাও ভগবানকে সম্বর্ধনা অথবা স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। কংস যদিও দেবকীকে বধ করার পরিকল্পনা করছিল, তবুও সেও ভগবানের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিল (*প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম*)।

এবং তাই আপনি অন্তর্যামী । আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী, এবং আপনার উপদেশ সর্বলোকের, সর্বকালের উপযোগী। আপনি সমস্ত সত্যের আদি। তাই আমরা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে আপনার শরণ গ্রহণ করি, দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

দেবতা অথবা ভক্তরা পূর্ণরূপে জানেন যে, এই জড় জগতেই হোক অথবা চিৎ-জগতেই হোক, ভগবানই হচ্ছেন পরম সত্য। তাই *শ্রীমদ্ভাগবত* শুরু হয়েছে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ... সত্যং পরং ধীমহি,* এই পদের দ্বারা। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য। সেই পরম সত্যকে লাভ করা যায় বা হৃদয়ঙ্গম করা যায় সেই পরম উপায়ের দ্বারা, যে সম্বন্ধে পরম সত্য ঘোষণা করেছেন—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৫)। ভক্তিই ভগবানকে জানার একমাত্র পন্থা। তাই দেবতারা নিজেদের রক্ষার জন্য পরম সত্যেরই শরণাগত হন, আপেক্ষিক সত্যের নয়। অনেকেই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে, কিন্তু পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৩) ঘোষণা করেছেন, *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—"অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা দেবতাদের পূজা করে, ও তার ফল সীমিত ও অনিত্য।" দেবতাদের পূজা সাময়িকভাবে কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু তার ফল অন্তবৎ বা বিনাশশীল। এই জড় জগৎ অনিত্য, দেবতারা অনিত্য, এবং দেবতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বরও অনিত্য, কিন্তু জীব নিত্য (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। তাই প্রতিটি জীবেরই অবশ্য কর্তব্য নিত্য আনন্দের অন্বেষণ করা, অনিত্য সুখের নয়। *সত্যং পরং ধীমহি* পদটি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের কর্তব্য পরম সত্যের অন্বেষণ করা, আপেক্ষিক সত্যের নয়। ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করার সময় প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন—

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ ।

সাধারণত মনে করা হয় যে, পিতা-মাতাই হচ্ছেন শিশুর রক্ষক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। প্রকৃত রক্ষক হচ্ছেন ভগবান।

তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/১৯)

ভগবান যদি উপেক্ষা করেন, তা হলে পিতা-মাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও শিশুকে কষ্টভোগ করতে হয়, এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্ত ঔষধের সহায়তা সত্ত্বেও মৃত্যু হয়। এই জড় জগতে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে মানুষেরা রক্ষার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু ভগবান যদি প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। তাই দেবতারা সেই কথা যথাযথভাবে জেনে বলেছেন—*সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ*—"হে ভগবান! আপনিই প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে পারেন, এবং তাই আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি।"

ভগবান চান যে, সকলেই যেন তাঁর শরণাগত হয় (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*), এবং তিনি আরও বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

"কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে আমার শরণাগত হয়ে বলে, 'হে ভগবান, আজ থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত,' তা হলে আমি সর্বদা তাকে রক্ষা করি। এটিই আমার প্রতিজ্ঞা।" (*রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড* ১৮/৩৩) দেবতারা ভগবানের কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, কারণ তিনি এখন কংস এবং তার অনুচরদের দ্বারা উৎপীড়িত ভক্তদের রক্ষা করার জন্য তাঁর ভক্ত দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। এইভাবে ভগবান *সত্যব্রত* রূপে আচরণ করেন। ভগবান যে সুরক্ষা প্রদান করেন, তার তুলনা দেবতাদের সুরক্ষার সঙ্গে হয় না। রাবণ ছিল শিবের মহাভক্ত, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁকে বধ করতে চেয়েছিলেন, তখন শিব তাকে রক্ষা করতে পারেননি।

নারদাদি ঋষিগণ এবং বহু দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা ও শিব অদৃশ্যভাবে কংসের আলয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা এমন সমস্ত মনোনীত শ্লোকের দ্বারা ভগবানের স্তব করছিলেন, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভক্তির বাসনা পূর্ণ করে। তাঁরা প্রথমে ভগবানকে *সত্যব্রত* বলে সম্বোধন করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধুদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন। সেটি তাঁর প্রতিজ্ঞা। দেবতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভগবান তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য দেবকীর গর্ভে অবস্থান করছেন। ভগবান যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, সেই জন্য দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাই তাঁরা তাঁকে *সত্যং পরম্* বলে সম্বোধন করেছেন।

সকলেই সত্যের অন্বেষণ করে। সেটিই জীবন-দর্শনের পন্থা। দেবতারা

আমাদের জানিয়ে দেন যে, পরম সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তিনি পরম সত্যকে লাভ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম সত্য। নিত্য কালের তিন অবস্থায় যে আপেক্ষিক সত্য, তা সত্য নয়। কাল অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সর্বকালেই সত্য। জড় জগতে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎরূপে কালের দ্বারা। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সৃষ্টির পর সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে, এবং এই সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যাবে, তখনও শ্রীকৃষ্ণ থাকবেন। তাই তিনি সর্ব অবস্থাতেই পরম সত্য। এই জড় জগতে যদি কোন সত্য থেকে থাকে, তা হলে তা পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। এই জড় জগতে যদি কোন ঐশ্বর্য থেকে থাকে, তা হলে সেই ঐশ্বর্যেরও কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে যদি কোন যশ থেকে থাকে, তা হলে সেই যশের কারণ শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে যদি কোন বল থেকে থাকে, তা হলে সেই বলের কারণ শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে যদি কোন জ্ঞান থেকে থাকে, তা হলে সেই জ্ঞানের কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের উৎস।

ভক্তরা তাই ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রার্থনা করেন—*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*, এবং সেই আদি পুরুষ পরম সত্য গোবিন্দের আরাধনা করেন। সর্বস্থানে সব কিছুই *জ্ঞান-বল-ক্রিয়া* দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, যদি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি এবং পূর্ণ ক্রিয়া না থাকে, তা হলে সেই প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। তাই কেউ যদি সমস্ত প্রচেষ্টায় সফল হতে চায়, তা হলে তাকে এই তিনটি তত্ত্বের সহায়তা প্রয়োজন হয়। *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮) ভগবান সম্বন্ধে এই তথ্যটি প্রদান করা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥

ভগবানকে স্বয়ং কিছু করতে হয় না, কারণ তাঁর এমন শক্তি রয়েছে যে, তিনি যা কিছু করতে চান, তাই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের দ্বারা নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হয় (*স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ*)। তেমনই যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না। সারা পৃথিবী জুড়ে দশ হাজারেরও অধিক ভক্ত, যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারে যুক্ত, তাঁদের কোন স্থায়ী

বৃত্তি নেই, তবুও দেখা যায় যে, তাঁদের কোন অভাব তো নেই-ই, উপরন্তু তাঁরা ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন যাপন করছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২২) ভগবান বলেছেন —

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাঁরা আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের সমস্ত অভাব পূরণ করি এবং তাদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।" ভবিষ্যতে কি হবে, কোথায় থাকবেন অথবা তাঁরা কি খাবেন, সেই সম্বন্ধে ভক্তের কোন উৎকণ্ঠা নেই, কারণ ভগবানই তাঁদের পালন করেন এবং তাঁদের সমস্ত অভাব মোচন করেন। সেই সম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*— "হে কৌন্তেয়! দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩১) তাই সমস্ত পরিস্থিতিতে আমরা যদি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত থাকি, তা হলে জীবন সংগ্রামের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য তাঁর টীকায় *তন্ত্র-ভাগবত* থেকে একটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উক্তি প্রদান করেছেন—

সচ্ছব্দ উত্তমং ব্রূয়াদানন্দতীতি বৈ বদেৎ ।
যেতিজ্ঞানং সমুদ্দিষ্টং পূর্ণানন্দদৃশিস্তুতঃ ॥

. . .

অভূত্বাচ্চ তদা দানাৎ সত্যাত্ত্য চোচ্যতে বিভুঃ ॥

সত্যস্য যোনিম্ শব্দ দুটির বিশ্লেষণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী। সমস্ত অবতারেরা পরম সত্য, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস। *দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে* (*ব্রহ্ম-সংহিতা* ৫/৪৬)। সমদীপ্তি সমন্বিত বহু দীপ রয়েছে, কিন্তু প্রথম একটি দীপ একের পর এক দীপগুলিকে প্রজ্বলিত করে। তেমনই বহু অবতার রয়েছে, যাদের দীপের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রথম দীপ। *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।*

ভগবানের আদেশ পালন করার জন্য দেবতাদের ভগবানের পূজা করতে হয়, কিন্তু কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, ভগবান যেহেতু দেবকীর গর্ভে ছিলেন, তাই তাঁকেও জড় শরীর গ্রহণ করে আসতে হয়েছিল। অতএব কেন তাঁর পূজা করা হবে? একজন সাধারণ মানুষ এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য কি? সেই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২৭

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা ।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥ ২৭ ॥

এক-অয়নঃ—সাধারণ জীবের শরীর সম্পূর্ণরূপে জড় উপাদানের উপর নির্ভরশীল; **অসৌ**—তা; **দ্বি-ফলঃ**—এই শরীরে কর্মের ফলস্বরূপ আমরা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করি; **ত্রি-মূলঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তম, এই তিনটি গুণ তার তিনটি মূল; **চতুঃ-রসঃ**—চারটি রস*; **পঞ্চবিধঃ**—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্); **ষট্-আত্মা**—ছয়টি পরিস্থিতি (শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা); **সপ্ত-ত্বক্**—সপ্ত আবরণ (ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র); **অষ্ট-বিটপঃ**—আটটি শাখা (পাঁচটি স্থূল উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার); **নব-অক্ষঃ**—নটি ছিদ্র; **দশ-ছদী**—দশ প্রকার প্রাণ সেই বৃক্ষের পত্রসদৃশ; **দ্বি-খগঃ**—দুটি পক্ষী (জীবাত্মা এবং পরমাত্মা); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আদি-বৃক্ষঃ**—এটিই আদি বৃক্ষ বা জড় শরীর (ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি)।

অনুবাদ

এই দেহ (সমষ্টি এবং ব্যষ্টি) আদি বৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি তার আশ্রয় এবং সুখ ও দুঃখ তার দুটি ফল। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ তার মূল। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটিই রস, যা আস্বাদন হয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছ'টি পরিস্থিতিতে। এই বৃক্ষের সাতটি আবরণ হচ্ছে—ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এবং এই বৃক্ষের আটটি শাখা হচ্ছে পাঁচটি স্থূল ও তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। এই বৃক্ষরূপ দেহের নটি ছিদ্র—দুটি চক্ষু, দুটি কর্ণ, দুটি নাসিকা, মুখ, পায়ু এবং উপস্থ, এবং তার দশটি পত্র হচ্ছে দেহের মধ্যস্থিত দশ প্রকার বায়ু। এই শরীররূপী বৃক্ষে দুটি পক্ষী রয়েছে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা।

---

*বৃক্ষ যেমন মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে, তেমনই দেহ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চারটি রস আস্বাদন করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ পাঁচটি উপাদান—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ দিয়ে গঠিত, এবং সেগুলি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। জড় বৈজ্ঞানিকেরা যদিও এই পাঁচটি মূল তত্ত্বকে জড় জগতের কারণ বলে স্বীকার করে, তবুও তারা জানে না যে, এই সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদানগুলি শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং জড় জগতে কার্য করছে যে জীব, তারাও তাঁর তটস্থা শক্তি থেকে উদ্ভূত। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র জড় জগৎ শ্রীকৃষ্ণের দুটি শক্তি—পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতির সমন্বয়। জীব পরা প্রকৃতি এবং জড় উপাদানগুলি ভগবানের অপরা প্রকৃতি। সুপ্ত অবস্থায় সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকে।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা জড় শরীরের গঠন সম্বন্ধে এই প্রকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারে না। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কেবল জড় পদার্থেরই বিশ্লেষণ করে, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়, কারণ জীব তার জড় শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) ভগবান বলেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।" জড় উপাদানগুলি যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত, তবুও সেগুলি ভিন্ন তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব তাদের ধারণ করে।

দ্বিখগঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে দেহের ভিতরে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একটি বৃক্ষে দুটি পাখির মতো। *খ* শব্দের অর্থ 'আকাশ' এবং *গ* অর্থে 'যে ওড়ে'। অর্থাৎ *দ্বিখগঃ* শব্দে দুটি পাখিকে বোঝানো হয়েছে। দেহরূপ বৃক্ষে দুটি পাখি বা দুটি *আত্মা* রয়েছে, এবং তারা সর্বদাই পরস্পর থেকে ভিন্ন। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) ভগবান বলেছেন, *ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত*—"হে ভারত! জেনে রেখো যে, আমি সমস্ত শরীরেরও জ্ঞাতা।" *ক্ষেত্রজ্ঞ* বা দেহের মালিকও *খগ* বা জীব। দেহের ভিতরে এই প্রকার দুজন *ক্ষেত্রজ্ঞ* রয়েছে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা তার নিজের শরীরের মালিক, কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত জীবের শরীরে বিরাজমান। বৈদিক শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও শরীরের গঠন সম্পর্কে এই প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না।

দুটি পাখি যখন একটি বৃক্ষে প্রবেশ করে, তখন অজ্ঞতাবশত মনে হতে পারে যে, সেই দুটি পাখি এক হয়ে গেছে অথবা বৃক্ষে লীন হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। প্রতিটি পাখিই তার স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখে। তেমনই, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক হয়ে যায় না। এমন কি তারা জড় তত্ত্বে লীনও হয়ে যায় না। জীব জড় পদার্থের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে তাতে লীন হয়ে যায় বা মিশে যায় (*অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ*), যদিও জড় বৈজ্ঞানিকেরা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, জৈব এবং অজৈব অথবা জড় এবং চেতনের মিশ্রণ হয়।

বৈদিক জ্ঞান কারারুদ্ধ বা গুপ্ত ছিল, কিন্তু প্রতিটি মানুষের এই সত্য জানার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান অজ্ঞান সভ্যতা কেবল দেহেরই বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত, এবং তার ফলে ভ্রান্তিবশত মানুষ মনে করছে যে, দেহের ভিতরে যে জীবনীশক্তি রয়েছে তা বিশেষ জড় অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। আত্মা সম্বন্ধে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু এই শ্লোকে সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দুটি আত্মা রয়েছে (*দ্বিখণ্ড*)—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। পরমাত্মা প্রতিটি শরীরে উপস্থিত (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*), কিন্তু জীবাত্মা কেবল তার নিজের দেহে অবস্থিত (*দেহী*) এবং সে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়।

শ্লোক ২৮

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-
স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি (হে ভগবান); **একঃ**—অদ্বিতীয়, আপনিই সব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য সতঃ**—এই পরিদৃশ্যমান জগতের; **প্রসূতিঃ**—আদি উৎস; **ত্বম্**—আপনি; **সন্নিধানম্**—সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে, এই প্রকার সমস্ত শক্তির সংরক্ষণ; **ত্বম্**—আপনি; **অনুগ্রহঃ চ**—এবং পালনকর্তা; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার মায়ার দ্বারা; **সংবৃত-চেতসঃ**—যাদের বুদ্ধি এই প্রকার মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত; **ত্বাম্**—আপনাকে; **পশ্যন্তি**—দর্শন করে; **নানা**—বহু প্রকার; **ন**—না; **বিপশ্চিতঃ**—বিদ্বান পণ্ডিত বা ভক্তগণ; **যে**—যাঁরা।

অনুবাদ

হে ভগবান! এই সংসাররূপ আদি বৃক্ষের আপনিই একমাত্র উপাদান কারণ। আপনিই তার একমাত্র পালনকর্তা এবং প্রলয়ের পর আপনার মধ্যেই সব কিছু সংরক্ষণ হয়। যারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা এই জগতের পিছনে যে আপনি রয়েছেন তা দেখতে পায় না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তদের দৃষ্টি তাদের মতো নয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব এমন কি বিষ্ণু পর্যন্ত বিভিন্ন দেবতাদের এই জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলে মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তা নন। বাস্তব সত্য হচ্ছে, বিভিন্ন শক্তিরূপে ভগবানই সব কিছু। *একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম*। কোন দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে যারা *বিপশ্চিৎ* বা বিদ্বান, তাঁরা জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে ভগবানকে জানতে এবং দর্শন করতে সমর্থ। *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৮)। তত্ত্বদ্রষ্টা ভক্তরা দুঃখ-দুর্দশাকেও ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। ভক্ত যখন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন, তখন তিনি দেখেন যে, জড় কলুষ থেকে তাঁকে মুক্ত করার জন্য অথবা পবিত্র করার জন্য ভগবান দুঃখরূপে তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছেন। এই জগতে মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, এবং তাই ভক্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের আর একটি রূপ বলে মনে করেন। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভক্ত তাই দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের মহৎ কৃপা বলে মনে করেন, কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে, তার ফলে তিনি তাঁর জড় কলুষ থেকে মুক্ত হচ্ছেন। *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ* (*ভগবদ্গীতা* ১২/৭)। দুঃখ-দুর্দশা *মৃত্যুসংসার* নামক জড় জগৎ থেকে ভক্তকে মুক্ত করার এক নিষেধাত্মক পন্থা। শরণাগত ভক্তকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার করার জন্য ভগবান তাঁকে অল্প একটু কষ্ট দিয়ে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করেন। সেই কথা অভক্ত বুঝতে পারে না, কিন্তু ভক্ত তা পারেন, কারণ তিনি *বিপশ্চিৎ* বা বিজ্ঞ। তাই অভক্তরা দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হয়, কিন্তু ভক্তরা দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানেরই আর একটি রূপ বলে মনে করে তাকে স্বাগত জানান। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। ভক্ত বস্তুতপক্ষে দেখতে পান যে, কেবল ভগবানই রয়েছেন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। *একমেবাদ্বিতীয়ম্*। একমাত্র ভগবানই রয়েছেন এবং তিনি বিভিন্ন শক্তিতে নিজেকে প্রকাশ করেন।

যারা প্রকৃত জ্ঞানী নয়, তারা মনে করে যে, ব্রহ্মা হচ্ছেন স্রষ্টা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং শিব সংহারকর্তা, এবং বিভিন্ন দেবতারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রয়েছেন। এইভাবে তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করে (*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*)। ভক্ত কিন্তু জানেন যে, এই সমস্ত বিভিন্ন দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ, এবং সেই সমস্ত অঙ্গের পূজা করার প্রয়োজন হয় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩) ভগবান বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, যাঁরা ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন।" দেবতাদের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তা *অবিধি*। কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়ার ফলে মানুষ সর্বতোভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে; তখন আর অন্যান্য দেবতাদের পূজা করার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা বিমোহিত মূঢ়রাই কেবল বিভিন্ন দেবতাদের বহুমানন করে (*ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ*)। এই সমস্ত মূর্খেরা বুঝতে পারে না যে, সব কিছুরই প্রকৃত উৎস হচ্ছেন ভগবান (*মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্*)। ভগবানের বিভিন্ন রূপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, কেবল ভগবানেই চিত্ত একাগ্র করে তাঁর আরাধনা করা উচিত (*মামেকং শরণং ব্রজ*)। এই সিদ্ধান্তটিই জীবনের চরম আদর্শ হওয়া উচিত।

শ্লোক ২৯

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য ।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥ ২৯ ॥

বিভর্ষি—আপনি গ্রহণ করেন; **রূপাণি**—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহ আদি বিবিধ রূপ; **অববোধঃ আত্মা**—বিভিন্ন অবতার সত্ত্বেও আপনি পূর্ণ জ্ঞানময় ভগবান; **ক্ষেমায়**—সকলের মঙ্গলের জন্য, বিশেষ করে ভক্তদের; **লোকস্য**—সমস্ত জীবদের; **চর-অচরস্য**—স্থাবর এবং জঙ্গম; **সত্ত্ব-উপপন্নানি**—এই সমস্ত অবতারেরা চিন্ময়

(শুদ্ধ সত্ত্ব); **সুখ-অবহানি**—পূর্ণ আনন্দময়; **সতাম্**—ভক্তদের; **অভদ্রাণি**—সমস্ত অমঙ্গল অথবা বিনাশ; **মুহুঃ**—বার বার; **খলানাম্**—অভক্তদের।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সর্বদা পূর্ণ জ্ঞানময়, এবং সমস্ত জীবদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি বিবিধ অবতাররূপে আবির্ভূত হন, এবং তাঁরা সকলেই জড় সৃষ্টির অতীত শুদ্ধ সত্ত্বে বিরাজমান। এই সমস্ত অবতাররূপে আপনি যখন আবির্ভূত হন, তখন আপনি সাধু এবং ভক্তদের আনন্দবিধান করেন, কিন্তু অভক্তদের বিনাশ করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কেন পরমেশ্বর ভগবান বারে বারে অবতাররূপে আবির্ভূত হন। ভগবানের অবতারেরা ভিন্ন ভিন্নভাবে কার্য করেন, কিন্তু তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভক্তদের রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশসাধন করা। যদিও দুষ্কৃতকারীরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবুও তা অন্তিমে তাদের পক্ষে কল্যাণকর।

শ্লোক ৩০

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে ।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥ ৩০ ॥

ত্বয়ি—আপনাতে; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমলনয়ন ভগবান; **অখিল-সত্ত্ব-ধাম্নি**—যিনি সমস্ত অস্তিত্বের আদি কারণ, যাঁর থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয় এবং যাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি অবস্থান করে; **সমাধিনা**—(পরমেশ্বর ভগবান আপনার চিন্তায়) নিরন্তর সমাধিমগ্ন হওয়ার দ্বারা; **আবেশিত**—পূর্ণরূপে মগ্ন; **চেতসা**—এই প্রকার চেতনার দ্বারা; **একে**—নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার পন্থা; **তৎ-পাদ-পোতেন**—আপনার শ্রীপাদপদ্মরূপ নৌকায় আরোহণ করে; **মহৎ-কৃতেন**—যে কার্য পরম শক্তিশালী বলে মনে করা হয় অথবা মহাজনেরা যে কার্য সম্পাদন করেন তার দ্বারা; **কুর্বন্তি**—করেন; **গোবৎস-পদম্**—গোষ্পদসদৃশ; **ভব-অব্ধিম্**—ভবসাগর।

অনুবাদ

হে কমলনয়ন ভগবান! সমস্ত অস্তিত্বের আশ্রয়স্বরূপ আপনার চরণকমলের ধ্যান করে, এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক সেই চরণকমলকে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার তরণীরূপে গ্রহণ করে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কারণ ভবসাগর তখন গোষ্পদসদৃশ হয়ে যায়।

তাৎপর্য

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তারা সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়। পক্ষান্তরে, তারা ভবসাগরের তরঙ্গের দ্বারা বাহিত হয় (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে (*মৃত্যুসংসার বর্ত্মনি*) দুঃখকষ্ট ভোগ করতে থাকে। কিন্তু যাঁরা ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা মহাজনদের (*মহৎকৃতেন*) অনুসরণ করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে নবধা ভক্তি সম্পাদন করেন (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্*)। কেবল এই পন্থার দ্বারা দুর্লঙ্ঘ্য ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

ভগবদ্ভক্তি যেভাবেই সম্পাদন করা হোক না কেন, তা অত্যন্ত শক্তিশালী। *শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদ্ভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে* (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৬৫)। এই শ্লোক অনুসারে, মহারাজ পরীক্ষিৎ পূর্ণরূপে তাঁর মনকে ভগবানের নাম, রূপ এবং লীলা শ্রবণে একাগ্রীভূত করার দ্বারা মুক্ত হয়েছিলেন। তেমনই, শুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণকথারূপ *শ্রীমদ্ভাগবত* কীর্তন করে মুক্ত হয়েছিলেন। তেমনই, ভগবানের সঙ্গে বন্ধুবৎ সখ্য আচরণ করেও মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তির এমনই শক্তি। শুদ্ধ ভক্তরা যে সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গেছেন, তার মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারি।

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/২০)

এই প্রকার ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য, কারণ এই অতি সরল পন্থা অনুসরণ করার দ্বারা গোষ্পদ পার হওয়ার মতো অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

এখানে ভগবানকে *অম্বুজাক্ষ* বা কমলনয়ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কমলসদৃশ ভগবানের নয়ন দর্শন করে এতই তৃপ্ত হওয়া যায় যে, তখন আর অন্য কোন

কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে ইচ্ছা হয় না। কেবল ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করে ভক্তের হৃদয় তৎক্ষণাৎ ভগবানে মগ্ন হয়। এই তন্ময়তাকে বলা হয় সমাধি। *ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। যোগী সর্বতোভাবে ভগবানের চিন্তায় পূর্ণরূপে মগ্ন থাকেন, কারণ নিরন্তর হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করা ব্যতীত তাঁর আর কোন কাজ নেই। বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

"যিনি জড় জগতের আশ্রয়স্বরূপ এবং মুর দৈত্যের শত্রু মুরারিরূপে বিখ্যাত, সেই পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মরূপ তরণীর আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে সংসার-সমুদ্র গোষ্পদসদৃশ। তাঁর লক্ষ্য *পরং পদম্*, অর্থাৎ কোন জড়-জাগতিক দুঃখদুর্দশা নেই সেই বৈকুণ্ঠে, যেখানে প্রতিপদে বিপদ সেই স্থানে নয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৫৮) ব্রহ্মা, শিব আদি মহাজনেরা এই পন্থা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন (*স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ*), এবং তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা। এটি অত্যন্ত সহজ, কিন্তু সেই জন্য মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, তা হলে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হবে।

মহৎকৃতেন শব্দে বোঝান হয়েছে যে, মহান ভক্তরা কেবল তাঁদের নিজেদের জন্য এই পন্থা প্রদর্শন করেননি, অন্যদের জন্যও করেছেন। সরল পন্থা প্রবর্তনের ফলে কেবল প্রবর্তনকারীরই লাভ হয়, তা নয়, অধিকন্তু যাঁরা সেই পন্থা অনুসরণ করেন, তাঁদেরও লাভ হয়। এই শ্লোকে ভবসাগর পার হওয়ার যে পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, তা কেবল ভক্তদেরই জন্য সরল এমন নয়, সেই ভক্তদের অনুসরণকারী সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষেও তা অত্যন্ত সরল (*মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*)।

শ্লোক ৩১

স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ৩১ ॥

স্বয়ম্—স্বয়ং; **সমুত্তীর্য**—উত্তীর্ণ হয়ে; **সুদুস্তরম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **দ্যুমন্**—হে ভগবান, আপনি সূর্যের মতো এই জগতের অন্ধকার দূর করে উদিত হন; **ভব-অর্ণবম্**—সংসার-সমুদ্র; **ভীমম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **অদভ্র-সৌহৃদাঃ**—পতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ভক্তগণ; **ভবৎ-পদ-অম্ভোরুহ**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **নাবম্**—উত্তীর্ণ হওয়ার নৌকা; **অত্র**—এই জগতে; **তে**—তাঁরা (বৈষ্ণবগণ); **নিধায়**—রেখে গেছেন; **যাতাঃ**—চরম লক্ষ্য বৈকুণ্ঠ; **সৎ-অনুগ্রহঃ**—যাঁরা ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি সূর্যের মতো এই জড় জগতের সমস্ত অন্ধকার দূর করেন। আপনি সর্বদা আপনার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করতে প্রস্তুত থাকেন এবং তাই আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু নামে পরিচিত। ভয়ঙ্কর ভবসাগর পার হবার জন্য আচার্যগণ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা এই জগতে সেই পন্থাটি রেখে গেছেন, এবং যেহেতু আপনি আপনার ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু, তাই তাঁদের সাহায্য করার জন্য আপনি এই পন্থা অবলম্বন করেন।

তাৎপর্য

এই উক্তি থেকে জানা যায়, কিভাবে দয়ালু আচার্যগণ এবং দয়ালু ভগবান একসঙ্গে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী ঐকান্তিক ভক্তকে সাহায্য করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিলতা বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে মানুষকে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করা, কারণ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী ভক্তের এই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে করতে কোন ভাগ্যবান জীব শ্রীগুরুদেব বা আচার্যের আশ্রয় অবলম্বন করেন, এবং আচার্য তাঁকে তাঁর পরিস্থিতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তির উপযুক্ত পন্থা শিক্ষা দেন, যাতে ভগবান তাঁর সেবা গ্রহণ করেন। এইভাবে শিষ্য অনায়াসে তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। তাই আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ভক্তকে ভগবানের সেবা করার

উপায় প্রদর্শন করা। যেমন শ্রীল রূপ গোস্বামী পরবর্তীকালে ভক্তদের সাহায্য করার জন্য *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* আদি ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এইভাবে আচার্যের কর্তব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা যা আগামী দিনের মানুষদের ভগবানের সেবা করার পন্থা অবলম্বন করতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে ভগবানের কৃপায়, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে যোগ্যতা অর্জন করবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে। এইভাবে ভক্তদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া—এই চারটি পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে প্রতিদিন ষোল মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে উপদেশ দেওয়া হয়। এগুলি প্রামাণিক উপদেশ। যেহেতু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নিরন্তর ভগবানের নাম জপ করা সম্ভব নয়, তাই কৃত্রিমভাবে হরিদাস ঠাকুরকে অনুকরণ না করে এই পন্থাটি অনুসরণ করা কর্তব্য। যে ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধ অনুশীলন করেন এবং মহাজনদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর নির্দেশ পালন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গ্রহণ করবেন। আচার্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপ তরণী আশ্রয় করে ভবসাগর পার হওয়ার উপযুক্ত পন্থা প্রদান করেন, এবং নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অনুসরণ করলে, অনুসরণকারী চরমে ভগবানের কৃপায় তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। এই পন্থাটিকে বলা হয় আচার্য-সম্প্রদায়। তাই বলা হয়েছে, *সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ* (*পদ্ম-পুরাণ*)। আচার্য-সম্প্রদায় যথার্থই প্রামাণিক। তাই আচার্য-সম্প্রদায় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য; তা না হলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ॥

মানুষের কর্তব্য ভক্তসঙ্গে আচার্যের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা। তা হলে ভবসাগর পার হওয়ার প্রয়াস সার্থক হবে।

শ্লোক ৩২

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ৩২॥

যে অন্যে—অন্য যে ব্যক্তি; **অরবিন্দাক্ষ**—হে কমলনয়ন; **বিমুক্ত-মানিনঃ**—জড় কলুষ থেকে বা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে বলে অভিমান করে; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অস্ত-ভাবাৎ**—বিভিন্নভাবে জল্পনা-কল্পনা করে কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি প্রীতিযুক্ত নয়; **অবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ**—যার বুদ্ধি নির্মল হয়নি এবং যে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয়; **আরুহ্য**—প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও; **কৃচ্ছ্রেণ**—কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধন করার দ্বারা; **পরম্ পদম্**—(তাদের জল্পনা-কল্পনা অনুসারে) পরম পদ; **ততঃ**—সেই পদ থেকে; **পতন্তি অধঃ**—পুনরায় ভবসাগরে অধঃপতিত হয়; **অনাদৃত**—উপেক্ষা করে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **অঙ্ঘ্রয়ঃ**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

(যদি কেউ বলে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের অন্বেষণকারী ভক্ত ছাড়াও বহু ভক্তিবিমুখ ব্যক্তি রয়েছে, যারা মুক্তি লাভের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদের কি হবে? তার উত্তরে ব্রহ্মা আদি দেবতারা বলেছেন—) হে পদ্মলোচন! অভক্তরা পরম পদ লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের মুক্ত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি না থাকায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা তাদের কল্পিত পরম পদ থেকে অধঃপতিত হয়, কারণ তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মকে অনাদর করেছে।

তাৎপর্য

ভক্ত ব্যতীত কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, পরার্থবাদী, পরোপকারী, রাজনীতিবিদ্, নির্বিশেষবাদী, শূন্যবাদী প্রভৃতি বহু অভক্ত রয়েছে, যারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন না করে তাদের নিজেদের মনগড়া মুক্তিলাভের উপায় উদ্ভাবন করে। তারা যদিও ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে এবং পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছে, তবুও তারা অধঃপতিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩) ভগবান স্বয়ং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, পরার্থবাদী, রাজনীতিবিদ অথবা যে কেউই হোক না কেন, সে যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিপরায়ণ না হয়, তা হলে তাকে

অধঃপতিত হতে হবে। এই শ্লোকে ব্রহ্মা সেই কথা বলেছেন।

কিছু মানুষ প্রচার করে—যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, চরমে সেই সমস্ত পন্থাই পরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে, কিন্তু এই শ্লোকে সেই মতবাদ খণ্ডিত হয়েছে। *বিমুক্তমানিনঃ* হচ্ছে তারা, যারা মনে করে যে, তারা পরম সিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। বর্তমান যুগে সারা পৃথিবী জুড়ে বহু বড় বড় রাজনীতিবিদ্ রয়েছে, যারা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদ অধিকার করার পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, এই প্রকার বড় বড় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি আদি রাজনীতিবিদেরা অভক্ত হওয়ার ফলে অধঃপতিত হয় (*পতন্ত্যধঃ*)। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া সহজ নয়; সেই পদ লাভ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় (*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ*)। এবং সেই পদ লাভ হলেও যে কোন মুহূর্তে জড়া প্রকৃতির পদাঘাতে তাকে বিদায় নিতে হয়। মানব-সমাজে বড় বড় রাজনীতিবিদ্দের রাজকীয় পদ থেকে অধঃপতিত হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*—তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত হওয়ার ফলে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়, কিন্তু মানুষ তা জানে না। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্*। যারা ভগবানকে স্বীকার না করে এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ না করে নির্বিশেষবাদ এবং শূন্যবাদের প্রতি আসক্ত হয়, তাদের লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৪)

সেই জ্ঞান লাভের জন্য এই প্রকার ব্যক্তিদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং তপস্যা করতে হয়। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম এবং তপস্যাই তাদের একমাত্র লাভ হয়, কারণ তারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য প্রাপ্ত হতে পারে না।

ধ্রুব মহারাজ প্রথমে তাঁর পিতার থেকেও বড় সাম্রাজ্য এবং জড় সম্পত্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবানের প্রকৃত কৃপা লাভ করার পর, ভগবান যখন তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"এখন আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি। আমি আর কোন বর চাই না।"

(*হরিভক্তিসুধোদয় ৭/২৮*) এটিই জীবনের পরম সিদ্ধি। *যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ* (*ভগবদ্গীতা ৬/২২*)। কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন এবং তখন আর তার কোন বর প্রার্থনা করার প্রয়োজন হয় না।

রাত্রে পদ্মফুল দেখা যায় না, কারণ পদ্ম কেবল দিনের বেলাতেই ফোটে। তাই *অরবিন্দাক্ষ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি ভগবানের কমলনয়ন অথবা দিব্য রূপের দ্বারা মোহিত হয়নি, সে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তার অবস্থা ঠিক সেই ব্যক্তির মতো, যে পদ্মফুল দেখতে পায় না। যে ব্যক্তি শ্যামসুন্দরের কমলনয়ন এবং দিব্য রূপ দর্শন করেনি, তার জীবন ব্যর্থ। *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*। যাঁরা ভগবৎ-প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের কমলনয়ন এবং চরণকমল দর্শন করেন, কিন্তু যারা ভগবানের সৌন্দর্য দেখতে পায় না, তাদের তাই বলা হয়েছে *অনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ*, অর্থাৎ ভগবানের সবিশেষ রূপের তারা অনাদর করেছে। যারা ভগবানের রূপের অনাদর করে, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ। কিন্তু কারও হৃদয়ে যদি ভগবানের প্রতি স্বল্প প্রেমেরও উদয় হয়ে থাকে, তা হলে তিনি অনায়াসে মুক্তিলাভ করবেন (*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*)। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*—"কেবল আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর।" কেবল এই পন্থার দ্বারাই নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় এবং তার ফলে পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪-৫৫) ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন। ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।"

শ্লোক ৩৩

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো ॥ ৩৩ ॥

তথা—তাদের মতো (অভক্তদের মতো); **ন**—না; **তে**—তাঁরা (ভক্তরা); **মাধব**—হে লক্ষ্মীপতি ভগবান; **তাবকাঃ**—ভক্তিমার্গ অনুসরণকারী ভক্তগণ; **ক্বচিৎ**—কোন অবস্থাতেই; **ভ্রশ্যন্তি**—পতিত হন; **মার্গাৎ**—ভক্তির মার্গ থেকে; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **বদ্ধ-সৌহৃদাঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিগুপ্তাঃ**—সমস্ত বিপদ থেকে সর্বদা সুরক্ষিত; **বিচরন্তি**—বিচরণ করেন; **নির্ভয়াঃ**—নির্ভয়ে; **বিনায়ক-অনীকপ**—ভক্তিপথের বিঘ্ন উৎপাদনকারী শত্রুদের; **মূর্ধসু**—তাদের মস্তকে; **প্রভো**—হে ভগবান।

অনুবাদ

হে মাধব! হে লক্ষ্মীপতি ভগবান! আপনার সঙ্গে পূর্ণপ্রেমে সম্পর্কযুক্ত ভক্তরা যদি কখনও ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্টও হন, তবুও তাঁরা অভক্তদের মতো অধঃপতিত হন না, কারণ আপনি তাঁদের রক্ষা করেন। তাই তাঁরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্ন উৎপাদনকারীদের মস্তকে পদার্পণ করে ভক্তিপথে অগ্রসর হতে থাকেন।

তাৎপর্য

সাধারণত ভক্তদের পতন হয় না, কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি তা হয়ও, তবুও ভগবানের প্রতি তাঁদের প্রবল অনুরাগের ফলে, ভগবান তাঁদের সর্ব অবস্থাতে রক্ষা করেন। তাই ভক্তের যদি অধঃপতন হয়ও, তবুও তিনি তাঁর শত্রুদের মস্তকে পদার্পণ করে বিচরণ করার ক্ষমতা রাখেন। আমরা দেখেছি যে, 'ডিপ্রোগ্রামার' মতো কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বহু বিরোধী রয়েছে, যারা ভক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করছে। আমরা মনে করেছিলাম যে, সেই মামলা মীমাংসা হতে বহু সময় লাগবে, কিন্তু ভগবান যেহেতু ভক্তদের রক্ষা করেন, তাই অপ্রত্যাশিতভাবে একদিনেই আমরা সেই মামলায় জিতেছি। যে মামলা বছরের পর বছর চলার কথা ছিল, তা ভগবানের কৃপায় একদিনে মীমাংসা হয়ে গেছে। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে*

ভক্তঃ প্রণশ্যতি—"হে কৌন্তেয়, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" ইতিহাসে দেখা গেছে যে চিত্রকেতু, ইন্দ্রদ্যুম্ন, মহারাজ ভরত প্রমুখ ভক্তের আকস্মিক পতন হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁদের রক্ষা করেছেন। যেমন, ভরত মহারাজ একটি হরিণ-শিশুর প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর মৃত্যুর সময় সেই হরিণ-শিশুটির কথা চিন্তা করেন এবং তার ফলে তার পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেন (*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্*)। ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়ার ফলে, হরিণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী জন্মে তিনি এক সদ্ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করেছিলেন (*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*)। তেমনই, চিত্রকেতু অধঃপতিত হয়ে বৃত্রাসুর হয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন। তাই ভক্তিযোগের মার্গ থেকে অধঃপতন হলেও ভগবান ভক্তকে রক্ষা করেন। ভক্ত যদি ভক্তিমার্গে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন, তা হলে ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। কিন্তু ভক্তের যদি আকস্মিক অধঃপতনও হয়, তা হলেও মাধব তাঁকে রক্ষা করেন।

মাধব শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *মা* অর্থাৎ সমস্ত ঐশ্বর্যের মাতা লক্ষ্মীদেবী সর্বদা ভগবানের সঙ্গে থাকেন, এবং ভক্ত যদি ভগবানের সংস্পর্শে থাকেন, তা হলে ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

(*ভগবদ্গীতা* ১৮/৭৮)

যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্ত পার্থ রয়েছেন, সেখানে বিজয়, ঐশ্বর্য, অসাধারণ শক্তি এবং নীতি অবশ্যই থাকবে। ভক্তের ঐশ্বর্য কর্মকাণ্ড-বিচারের ফল নয়। ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্যের দ্বারা সুরক্ষিত থাকেন। তা থেকে কেউই তাঁকে বঞ্চিত করতে পারে না (*তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*)। তাই কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ভক্তকে পরাস্ত করতে পারে না। অতএব ভক্তের কখনও জ্ঞাতসারে ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত যে সর্বতোভাবে ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৩৪

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়উপায়নং বপুঃ ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৩৪ ॥

সত্ত্বম্—অস্তিত্ব; **বিশুদ্ধম্**—চিন্ময়, ত্রিগুণাতীত; **শ্রয়তে**—স্বীকার করেন; **ভবান্**—আপনি; **স্থিতৌ**—জড় জগতের পালন কালে; **শরীরিণাম্**—সমস্ত জীবদের; **শ্রেয়ঃ**—পরম কল্যাণের; **উপায়নম্**—লাভের জন্য; **বপুঃ**—চিন্ময় শরীর; **বেদ-ক্রিয়া**—বেদবিহিত অনুষ্ঠানের দ্বারা; **যোগ**—ভক্তির দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যার দ্বারা; **সমাধিভিঃ**—চিন্ময় অস্তিত্বে মগ্ন হওয়ার দ্বারা; **তব**—আপনার; **অর্হণম্**—পূজা; **যেন**—এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা; **জনঃ**—মানব-সমাজ; **সমীহতে**—(আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা) নিবেদন করে।

অনুবাদ

হে ভগবান! এই জগতের পালন করার সময় আপনি ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর সমন্বিত অবতারদের প্রকাশ করেন। এইভাবে যখন আপনি আবির্ভূত হন, তখন আপনি জীবদের বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যা এবং আপনার ভাবনায় আনন্দমগ্ন হওয়ার সমাধির পন্থা শিক্ষাদান করে তাদের মঙ্গল সাধন করেন। এইভাবে বৈদিক বিধান অনুসারে আপনি পূজিত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যম্*—বৈদিক যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি কর্তব্য কর্ম কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। *যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্* (১৮/৫)—আধ্যাত্মিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তিরও বৈদিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এমন কি সর্ব-নিম্নস্তরের কর্মীদেরও ভগবানের জন্য কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয় ।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

"বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপ কর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জড় জগতের বন্ধনের কারণ হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/৯) *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ* পদটি ইঙ্গিত করে

যে, সব রকম কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করার সময় মানুষের মনে রাখা দরকার যে, এই সমস্ত কর্তব্যগুলি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা উচিত (*স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য*)। বৈদিক বিধান অনুসারে মানব-সমাজে বর্ণবিভাগ অপরিহার্য (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং*)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে মানব-সমাজকে বিভক্ত করা উচিত এবং প্রত্যেকের ভগবানকে পূজা করার শিক্ষা লাভ করা উচিত (*তমভ্যর্চ্য*)। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মানব-সমাজ, এবং এই পদ্ধতিবিহীন যে সমাজ, তা পশু-সমাজ।

আধুনিক মানব-সমাজের কার্যকলাপ *শ্রীমদ্ভাগবতে গোখর* বা গরু এবং গাধাদের কার্যকলাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*স এব গোখরঃ*)। সকলেই দেহাত্মবুদ্ধিতে জড়-জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্য অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে কার্য করছে, এবং তার ফলে তাদের সমস্ত কার্যকলাপই অবিদ্যার প্রভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভগবান তাই আমাদের বৈদিক নীতি অনুসারে আচরণ করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতরণ করেন। এই কলিযুগে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে প্রচার করেছেন যে, এই যুগে বৈদিক কার্যকলাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ এই যুগের মানুষেরা অত্যন্ত অধঃপতিত। তিনি শাস্ত্রের ভিত্তিতে নির্দেশ দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ এবং কপটতার যুগ এই কলিযুগে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই।" এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই সারা পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়, এবং সর্বস্থানে ও সর্বকালে এই পন্থা অত্যন্ত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, যাতে আমরা তাঁকে জানতে পারি। (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। আমাদের সব সময় জেনে রাখা উচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁরা শুদ্ধসত্ত্ব শরীরে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরীর আমাদের শরীরের মতো বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য যেভাবে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেইভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত বিভিন্ন যুগে

তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বময় আদি স্বরূপে আবির্ভূত হন, মানব-সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের চিন্ময় স্তরে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নেতারা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে (*যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে*) এবং এই মতবাদ অথবা ঐ মতবাদের ভিত্তিতে কার্যকলাপে মানুষকে প্ররোচিত করছে, এবং সেই সমস্ত মতবাদগুলিকে তারা আড়ম্বরপূর্ণ বাগ্‌জালের দ্বারা বর্ণনা করছে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপই পাশবিক কার্যকলাপ (*স এব গোখরঃ*)। *ভগবদ্গীতা* থেকে আমাদের জানা উচিত কিভাবে আচরণ করা কর্তব্য, কারণ মানুষের উপলব্ধির জন্য সব কিছু সেখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করার ফলে, এই কলিযুগেও আমরা সুখী হতে পারব।

শ্লোক ৩৫

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্ ।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বম্—শুদ্ধ সত্ত্ব, চিন্ময়; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **ধাতঃ**—হে সর্বশক্তিমান, সর্ব কারণের পরম কারণ; **ইদম্**—এই; **নিজম্**—স্বীয়, চিন্ময়; **ভবেৎ**—হতে পারত; **বিজ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞান; **অজ্ঞান ভিদা**—যা তমোগুণ জনিত অজ্ঞান দূর করে; **অপমার্জনম্**—সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত; **গুণ-প্রকাশৈঃ**—এই প্রকার দিব্য জ্ঞান জাগ্রত করে; **অনুমীয়তে**—প্রকাশিত হয়; **ভবান্**—আপনি; **প্রকাশতে**—প্রদর্শন করেন; **যস্য**—যাঁর; **চ**—এবং; **যেন**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **গুণঃ**—গুণ বা বুদ্ধি।

অনুবাদ

হে সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবান! আপনার চিন্ময় শরীর যদি গুণাতীত না হত, তা হলে কেউই জড় পদার্থ এবং চিন্ময় তত্ত্বের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। আপনার উপস্থিতির ফলেই কেবল জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা আপনার চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আপনার চিন্ময় স্বরূপের উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত না হলে, আপনার চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*। গুণাতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/২৯) তাই উল্লেখ করা হয়েছে —

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল ভগবানকে জানা যায়। যারা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা হাজার হাজার বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করলেও ভগবানকে জানতে পারে না। ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে (*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*) এবং শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম আদি রূপ যদি জড়াতীত চিন্ময় না হতেন, তা হলে অনাদিকাল ধরে কেন তাঁরা ভক্তদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন? *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৫)। ভগবানের উপস্থিতিতে যে সমস্ত ভক্তরা তাঁদের চিন্ময় প্রবৃত্তি জাগরিত করেন এবং ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধ পালন করেন, তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং অন্যান্য অবতারদের, যাঁরা এই জড় জগতের নন, পক্ষান্তরে যাঁরা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য চিৎ-জগৎ থেকে এসেছেন, তাঁদের জানতে পারেন। কেউ যদি এই বিধি পালন না করে, তা হলে সে তার জল্পনা-কল্পনা অনুসারে ভগবানের রূপ তৈরি করে এবং ভগবান সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান কখনও লাভ করতে পারে না। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসারে ভগবানের আরাধনা না করলে, কখনই চিন্ময় প্রকৃতি জাগরিত করা যায় না। ভগবানের অনুপস্থিতিতেও যদি শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা হয়, তা হলে তা ভক্তের চিন্ময় প্রকৃতি জাগরিত করে, এবং তিনি তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আরও বেশি করে অনুরক্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ভগবান সম্বন্ধে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার সমাধান করে। সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অনুসারে ভগবানের রূপ কল্পনা করে। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন আদিপুরুষ। তাই কোন কোন ধর্মের অনুগামীরা কল্পনা করে যে, ভগবান নিশ্চয়ই অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তার ফলে তারা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরূপে ভগবানের রূপ অঙ্কন করে। কিন্তু সেই

ব্রহ্মসংহিতাতেই আবার বলা হয়েছে যে, যদিও তিনি সব চাইতে প্রাচীন, তবুও তাঁর রূপ নিত্য নবযৌবন-সম্পন্ন। সেই কথাই আবার *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্*। *বিজ্ঞান* মানে হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান; *বিজ্ঞান* শব্দে উপলব্ধ জ্ঞানকেও বোঝায়। দিব্যজ্ঞান লাভ করতে হয় পরম্পরার ধারায় অবরোহ পন্থায়, যেমন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রদান করেছেন। *ব্রহ্মসংহিতা* ব্রহ্মার দিব্য অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধ বিজ্ঞান, এবং এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ, লীলা এবং চিন্ময় ধাম বর্ণনা করেছেন। *অজ্ঞানভিদা* শব্দের অর্থ 'যা সমস্ত জল্পনা-কল্পনার নিরসন করতে পারে'। মানুষ অজ্ঞানবশত ভগবানের রূপ কল্পনা করে; তাদের সেই কল্পনা অনুসারে কখনও তিনি সাকার, কখনও নিরাকার। কিন্তু *ব্রহ্মসংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ণনা তা বিজ্ঞান— ব্রহ্মার উপলব্ধ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা স্বীকৃত জ্ঞান। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ—সব কিছুই বাস্তব। এখানে বলা হয়েছে যে, এই বিজ্ঞান সর্বদা সমস্ত মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানকে পরাভূত করে। তাই দেবতারা প্রার্থনা করেছেন, "শ্রীকৃষ্ণরূপে আপনার আবির্ভাব না হলে *অজ্ঞানভিদা* এবং *বিজ্ঞান* উপলব্ধি করা সম্ভব হত না। *অজ্ঞানভিদাপমার্জনম্*—আপনার আবির্ভাবের ফলে অবিদ্যাজনিত কাল্পনিক জ্ঞান বিলুপ্ত হবে এবং ব্রহ্মা আদি মহাজনের অভিজ্ঞতা লব্ধ চিন্ময় বাস্তব জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হবে। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ তাদের গুণ অনুসারে তাদের মনগড়া ভগবান কল্পনা করে। তার ফলে বিভিন্ন প্রকার ভগবানের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আপনার আবির্ভাবের ফলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হবে।"

নির্বিশেষবাদীদের সব চাইতে বড় ভুল হচ্ছে তারা মনে করে যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি সত্ত্বগুণে একটি রূপ পরিগ্রহ করেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের রূপ সমস্ত জড় ধারণার অতীত চিন্ময়। সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্যও স্বীকার করেছেন, *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—জড় জগতের কারণ হচ্ছে অব্যক্ত বা জড়ের নির্বিশেষ প্রকাশ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই জড় ধারণার অতীত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তা শুদ্ধ সত্ত্ব বা চিন্ময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অবস্থিত নন, কারণ তিনি সত্ত্বগুণের অতীত। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

দেবতারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "হে প্রভু! আপনি যখন বিভিন্ন অবতারে আবির্ভূত হন, তখন আপনি বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপ গ্রহণ করেন। আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণ কারণ আপনি সর্বাকর্ষক; আপনার

চিন্ময় সৌন্দর্যের জন্য আপনাকে বলা হয় শ্যামসুন্দর। শ্যাম শব্দের অর্থ কালো, তবুও আপনার সৌন্দর্য কোটি কোটি কামদেবের থেকেও সুন্দর। *কন্দর্পকোটিকমনীয়*। যদিও বর্ষার জলভরা মেঘের সঙ্গে আপনার অঙ্গকান্তির তুলনা করা হয়, তবুও আপনি পূর্ণ চিন্ময় পরমতত্ত্ব, এবং তাই আপনার সৌন্দর্য কন্দর্পের সৌন্দর্যের থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক আকর্ষণীয়। কখনও কখনও আপনাকে গিরিধারী নামে সম্বোধন করা হয়, কারণ আপনি গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কখনও আপনাকে বলা হয় নন্দনন্দন বা বাসুদেব বা দেবকীনন্দন, কারণ আপনি নন্দ মহারাজ, বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, আপনার বহু নাম এবং রূপ বিশেষ গুণ এবং কর্ম অনুসারে হয়, কারণ তারা আপনাকে জড় দৃষ্টিতে দর্শন করে।

"হে প্রভু! মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা আপনার চিন্ময় প্রকৃতি, রূপ এবং কার্যকলাপ অধ্যয়ন করে আপনাকে জানা যায় না। ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার পরম প্রকৃতি এবং চিন্ময় রূপ, নাম ও গুণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যাঁদের অল্প একটু রুচিও রয়েছে তাঁরা আপনার চিন্ময় প্রকৃতি অথবা রূপ এবং গুণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অন্যরা কোটি কোটি বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করে যেতে পারে, কিন্তু তার ফলে তারা আপনার প্রকৃত স্থিতির একটি নগণ্য অংশও জানতে পারবে না।" পক্ষান্তরে বলা যায় যে, অভক্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *নাহয়ং প্রকাশঃ সর্বস্য*। ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না।" শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই তাঁকে দর্শন করেছিল। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারেনি যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু তা হলেও যাঁরা তাঁর উপস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁরা জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে ফিরে গিয়েছিলেন।

যেহেতু মূঢ় মানুষেরা তাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি জাগরিত করে না, তাই তারা শ্রীকৃষ্ণ বা রামকে জানতে পারে না *(অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্)*। এমন কি বড় বড় পণ্ডিতেরাও, আচার্যদের বিস্তৃত টীকা এবং টিপ্পনীর মাধ্যমে প্রদত্ত ভগবদ্ভক্তির মহিমা বিবেচনা না করে মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ এক কল্পিত ব্যক্তি। দিব্য জ্ঞানের অভাব এবং কৃষ্ণভাবনামৃত জাগ্রত করতে অক্ষমতার ফলেই এটি হয়। মানুষের সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত যে, যদি কৃষ্ণ অথবা রাম কাল্পনিক

হতেন, তা হলে শ্রীধর স্বামী, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, বীররাঘব, বিজয়ধ্বজ, বল্লভাচার্য এবং অন্য বহু গণ্যমান্য আচার্যরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য রচনায় এবং শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে রচনা করে কেন তাঁদের দুর্মূল্য সময় অতিবাহিত করেছেন।

শ্লোক ৩৬

ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥ ৩৬ ॥

ন—না; **নাম-রূপে**—নাম এবং রূপ; **গুণ**—গুণ; **জন্ম**—আবির্ভাব; **কর্মভিঃ**—কার্যকলাপ অথবা লীলার দ্বারা; **নিরূপিতব্যে**—নিরূপিত না হয়; **তব**—আপনার; **তস্য**—তাঁর; **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষী; **মনঃ**—মনের; **বচোভ্যাম্**—বাক্যের; **অনুমেয়**—অনুমান; **বর্ত্মনঃ**—পথ; **দেব**—হে ভগবান; **ক্রিয়ায়াম্**—ভক্তিতে; **প্রতিযন্তি**—তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন; **অথ অপি**—তবুও; **হি**—বস্তুতপক্ষে (আপনি ভক্তদের দ্বারা উপলব্ধ হন)।

অনুবাদ

হে ভগবান, যারা কল্পনার দ্বারা কেবল অনুমান করে, তারা কখনও আপনার নাম এবং রূপ নিরূপণ করতে পারে না। ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার নাম, রূপ এবং গুণ নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তাৎপর্য

পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার চিন্ময় প্রকৃতি কলুষিত জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবানের চিন্ময় সেবার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি যখন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন ভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নাম, রূপ ও লীলা আদি সবই চিন্ময়। সাধারণ মানুষ অথবা ভক্তিমার্গে যাঁরা স্বল্প উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন

না। এমন কি ভক্তিবিমুখ বড় বড় পণ্ডিতেরাও মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন কাল্পনিক ব্যক্তি। যদিও তথাকথিত পণ্ডিত এবং ভাষ্যকারেরা বিশ্বাস করে না যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং মহাভারতের ইতিহাস অনুসারে তিনি কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে *ভগবদ্গীতা* উপদেশ দিয়েছিলেন, তবুও তারা *ভগবদ্গীতার* এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অন্যান্য ঐতিহাসিক আখ্যানের ভাষ্য লিখতে বাধ্য হয়। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—মানুষ যখন পূর্ণ চেতনায় শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন, তখনই কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ এবং লীলা তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়। এই তথ্যটি *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রতিপন্ন করে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।" কেবল সেবোন্মুখ হওয়ার ফলেই, অর্থাৎ ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

দেবতারা বলেছেন, "হে ভগবান, নির্বিশেষবাদী অভক্তরা বুঝতে পারে না যে, আপনার নাম আপনার রূপ থেকে অভিন্ন।" ভগবান যেহেতু পরতত্ত্ব, তাই তাঁর নাম এবং তাঁর রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জড় জগতে রূপ নাম থেকে ভিন্ন। আম ফলটি আম নামটি থেকে ভিন্ন। কেবল "আম, আম, আম" নামটি উচ্চারণ করলে আমের স্বাদ আস্বাদন করা যায় না। কিন্তু ভক্তরা জানেন যে, ভগবানের নাম এবং রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং তাই তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করার মাধ্যমে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেন।

যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছে তাঁর চিন্ময় লীলা প্রকাশ করেন। তাঁরা কেবল ভগবানের লীলা স্মরণ করার দ্বারা পূর্ণরূপে লাভবান হন। ভগবানের নাম এবং রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ভগবানের রূপ এবং লীলার মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন (যেমন, স্ত্রী, শূদ্র অথবা বৈশ্য), তাদের জন্য মহর্ষি বেদব্যাস *মহাভারত* রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিবিধ লীলার মাধ্যমে *মহাভারতে* উপস্থিত। *মহাভারত* হচ্ছে ইতিহাস, এবং শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলাবিলাস অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং স্মরণ করার মাধ্যমে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাও ক্রমশ শুদ্ধ ভক্তিস্তরে উন্নীত হতে পারেন।

যে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন, এবং যিনি সর্বদা পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি জড়-জাগতিক স্তরে রয়েছেন বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, যাঁরা সর্বদা কায়মনোবাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, তাঁরা জীবন্মুক্ত। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে—যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা ইতিমধ্যেই জড়-জাগতিক স্তর অতিক্রম করেছেন।

ভক্ত এবং অভক্ত উভয়কেই জীবনের লক্ষ্য উপলব্ধি করার সুযোগ দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। ভক্তরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করার এবং তাঁর আরাধনা করার সুযোগ পান। যাঁরা সেই স্তরে নন, তাঁরা তাঁর কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পান। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রূপ যদিও কালো, তবুও যাঁরা তাঁর প্রতি প্রেমপরায়ণ, তাঁরা তাঁর সেই শ্যামরূপকে পরম সুন্দর বলে মনে করেন। ভগবানের রূপ এতই সুন্দর যে, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩০) উল্লেখ করা হয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যিনি বংশীবাদনে অত্যন্ত নিপুণ, যাঁর নয়ন প্রস্ফুটিত কমলদলের মতো, যাঁর মস্তক শিখিপুচ্ছের দ্বারা অলঙ্কৃত, যাঁর সুন্দর রূপ বর্ষার জলভরা মেঘের মতো নীলবর্ণ, এবং যাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য কোটি কোটি কামদেবকে মোহিত করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজনা করি।" ভগবানের এই সৌন্দর্য ভগবানের প্রেমিক ভক্তরা, যাঁদের চক্ষু ভগবৎ-প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে (*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন*), তাঁরা দর্শন করতে পারেন।

ভগবানকে গিরিধারী বা গিরিবরধারী বলা হয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের জন্য গিরিগোবর্ধন তুলে ধরেছিলেন। ভক্তরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রশংসা

করেন, কিন্তু অভক্তরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর কার্যকলাপকে কাল্পনিক অতিস্তুতি বলে মনে করে। এটিই ভক্ত এবং অভক্তদের মধ্যে পার্থক্য। অভক্তরা ভগবানের কোন নামকরণ করতে পারে না, তবুও ভগবান শ্যামসুন্দর এবং গিরিধারী আদি নামে বিখ্যাত। তেমনই, ভগবানের নাম দেবকীনন্দন এবং যশোদানন্দন, কারণ তিনি মা দেবকীর এবং মা যশোদার পুত্ররূপে লীলাবিলাস করেছিলেন। তিনি গোপাল, কারণ তিনি গাভী এবং গোবৎসদের পালন করার লীলাবিলাস করে আনন্দ উপভোগ করেন। যদিও তাঁর কোন জড় নাম নেই, তবুও তাঁর ভক্তরা তাঁকে দেবকীনন্দন, যশোদানন্দন, গোপাল, শ্যামসুন্দর আদি নামে সম্বোধন করেন। এই সমস্ত চিন্ময় নামের মহিমা ভক্তরাই কেবল হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, অভক্তরা পারে না।

পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস সকলেই দর্শন করতে পারলেও, যাঁরা ভগবানের প্রতি প্রীতিপরায়ণ, তাঁরাই কেবল তাঁর সেই ইতিহাসের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কিন্তু যারা অভক্ত, তারা প্রেম থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ, রূপ এবং গুণাবলীকে কাল্পনিক বলে মনে করে। তাই এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ*। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পাণ্ডুরোগীর মিছরি খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদিও সকলেই জানে যে মিছরি মিষ্টি, তবুও পাণ্ডুরোগীর কাছে তা তিক্ত বলে মনে হয়। তেমনই, ভবরোগের ফলে অভক্তরা ভগবানের চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যদিও তারা মহাজনদের মাধ্যমে অথবা ইতিহাসের মাধ্যমে ভগবানের কার্যকলাপ দর্শন করতে পারে। পুরাণসমূহ অত্যন্ত প্রাচীন, বাস্তব, ঐতিহাসিক, কিন্তু অভক্তরা তা বুঝতে পারে না, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবত*, যা হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। অভক্তরা চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ *ভগবদ্গীতাও* হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা কেবল তাদের অনুমানের ভিত্তিতে অলীক এবং বিকৃত সমস্ত ভাষ্য প্রদান করে। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের চিন্ময় স্তরে উন্নীত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবানকে অথবা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে, কেউ যদি ভগবানকে এবং তাঁর স্বরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করবেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন, ভগবানের প্রতি স্নেহ এবং প্রেমের দ্বারা ভক্তরা তাঁর কাছে তাঁদের মনের কথা ব্যক্ত করতে পারেন। অন্যরা কিন্তু তা পারে না, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*)।

শ্লোক ৩৭

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে ।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥ ৩৭ ॥

শৃণ্বন্—নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণ করে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*); **গৃণন্**—(ভগবানের পবিত্র নাম এবং লীলা) কীর্তন করে অথবা পাঠ করে; **সংস্মরয়ন্**—(ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম এবং রূপ) নিরন্তর স্মরণ করে; **চ**—এবং; **চিন্তয়ন্**—(ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপ) ধ্যান করে; **নামানি**—তাঁর দিব্য নাম; **রূপাণি**—তাঁর চিন্ময় রূপ; **চ**—ও; **মঙ্গলানি**—যা সর্বতোভাবে চিন্ময় হওয়ার ফলে মঙ্গলময়; **তে**—আপনার; **ক্রিয়াসু**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে; **যঃ**—যিনি; **ত্বৎ-চরণ-অরবিন্দয়োঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মে; **আবিষ্টচেতাঃ**—(এই প্রকার কার্যকলাপে) সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ভক্ত; **ন**—না; **ভবায়**—জড়-জাগতিক পদের জন্য; **কল্পতে**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্মে আবিষ্টচিত্ত হয়ে যাঁরা আপনার দিব্য নাম ও রূপ নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করেন, এবং অন্যদের স্মরণ করান, তাঁরা সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং তাই তাঁরা আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগ কিভাবে অনুশীলন করা যায়, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা (*কর্মণা*

মনসা গিরা) ভগবানের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন (*ঈহা যস্য হরের্দাস্যে*), তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন (*নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু*), তিনি আর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ নন, তিনি জীবন্মুক্ত (*জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে*)। এই প্রকার ভক্ত জড় দেহে থাকলেও, সেই জড় দেহের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ নেই, কারণ তিনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। *নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি*—ভক্ত যেহেতু চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত, তিনি আর জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভয়ে ভীত নন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)। এই জীবন্মুক্ত অবস্থার দৃষ্টান্ত প্রদান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*— "হে ভগবান, আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি আপনার অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।" (*শিক্ষাষ্টক* ৪) ভগবানের ইচ্ছায় ভক্তকে যদি পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতেও হয়, তবুও তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে থাকেন। মহারাজ ভরত যখন একটি ভুল করার ফলে পরবর্তী জীবনে হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখনও তাঁর ভক্তি ব্যাহত হয়নি, যদিও তাঁর অবহেলার জন্য তাঁকে একটু দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। নারদ মুনি বলেছেন যে, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির স্তর থেকে অধঃপতিতও হন, তবুও তিনি বিনষ্ট হন না, কিন্তু অভক্তরা ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়ার ফলে, মৃত্যুর পর তাদের সব কিছু শেষ হয়ে যায়। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৪) অনুমোদিত হয়েছে যে, সর্বদা অন্তত 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে যুক্ত থাকা উচিত—

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে সেই ভক্তরা সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং সর্বদা ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে।"

কখনই এই নবধা ভক্তির পন্থা পরিত্যাগ করা উচিত নয় (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্* ইত্যাদি)। তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পন্থাটি হচ্ছে গুরু, সাধু এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রবণ করা (*শ্রবণম্*)। *সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য*। কখনও অভক্তদের ভাষ্য বা বিশ্লেষণ শ্রবণ করা উচিত নয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি *পদ্ম পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

"এই নির্দেশ আমাদের কঠোরভাবে পালন করা উচিত এবং কখনও মায়াবাদী, নির্বিশেষবাদী, শূন্যবাদী, রাজনীতিবিদ্ অথবা তথাকথিত পণ্ডিতদের কাছ থেকে শ্রবণ না করার চেষ্টা করা উচিত। এই প্রকার অসৎসঙ্গ নিষ্ঠা সহকারে পরিত্যাগ করে, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকেই কেবল শ্রবণ করা উচিত।" শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই নির্দেশ দিয়েছেন, *শ্রীগুরুপদাশ্রয়ঃ*—গুরু হওয়ার উপযুক্ত শুদ্ধ ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি নিষ্ঠা সহকারে *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসরণ করেন—*যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)। যাদুকর অথবা যারা অর্থ উপার্জনের জন্য শাস্ত্রের কদর্থ করে, তারা কখনই গুরু নয়। পক্ষান্তরে গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, *ভগবদ্গীতার* বাণী, যথাযথভাবে প্রদান করেন। শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বৈষ্ণব সাধু, গুরু এবং শাস্ত্র থেকে শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য।

এই শ্লোকে *ক্রিয়াসু* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক শ্রমের দ্বারা ভগবানের ব্যবহারিক সেবায় যুক্ত হওয়া কর্তব্য। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, আমাদের সমস্ত কার্যকলাপই কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থাবলী বিতরণ-ভিত্তিক। এই কার্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কাছে গিয়ে তাদের কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থাবলী পাঠ করতে অনুপ্রাণিত করা উচিত, যাতে তারাও ভবিষ্যতে কৃষ্ণভক্ত হতে পারে। এই প্রকার কার্যকলাপ এই শ্লোকে নির্দিষ্ট হয়েছে। *ক্রিয়াসু যত্তচ্চরণারবিন্দয়োঃ*। এই প্রকার কার্যকলাপ ভক্তকে সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থাবলী বিতরণ করলে, মন সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকে। এটিই হচ্ছে সমাধি।

শ্লোক ৩৮

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাং চ তবানুকম্পিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে; **হরে**—হে ভগবান; **অস্যাঃ**—এই জগতের; **ভবতঃ**—আপনার; **পদঃ**—স্থানের; **ভুবঃ**—পৃথিবীতে; **ভারঃ**—অসুরদের দ্বারা সৃষ্ট ভার; **অপনীতঃ**—এখন দূর হয়েছে; **তব**—আপনার; **জন্মনা**—অবতরণের ফলে; **ঈশিতুঃ**—সব কিছুর

নিয়ন্তা আপনি; **দিষ্ট্যা**—এবং ভাগ্যক্রমে; **অঙ্কিতাম্**—চিহ্নিত; **ত্বৎ-পদকৈঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা; **সুশোভনৈঃ**—যা শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের চিহ্ন দ্বারা অলঙ্কৃত; **দ্রক্ষ্যাম**—আমরা দর্শন করব; **গাম্**—এই পৃথিবীতে; **দ্যাম্ চ**—স্বর্গলোকেও; **তব অনুকম্পিতাম্**—আমাদের প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার আবির্ভাবের ফলে তৎক্ষণাৎ এই পৃথিবী থেকে অসুরদের ভার অপনীত হয়েছে, সেটি আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা যথার্থই ভাগ্যবান, কারণ এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গলোকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের চিহ্ন আমরা দর্শন করতে পারব।

তাৎপর্য

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধ্বজ এবং বজ্র আদি চিহ্নের দ্বারা সুশোভিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গলোকে বিচরণ করেন, তখন তাঁর পায়ের এই চিহ্নগুলি দেখা যায়। বৃন্দাবনধাম চিন্ময়, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রায়ই বিচরণ করেন। বৃন্দাবনবাসীরা সৌভাগ্যবান, কারণ তাঁরা সেখানে এই চিহ্নগুলি দর্শন করেন। অক্রূর যখন কংসের উৎসবে কৃষ্ণ এবং বলরামকে নিয়ে আসার জন্য বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, তখন বৃন্দাবনের ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেই চিহ্নগুলি দর্শন করে, তিনি দিব্য আনন্দে আপ্লুত হয়ে ভগবানের স্তব করেছিলেন। ভগবানের অহৈতুকী কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তরা এই চিহ্নগুলি দর্শন করতে পারেন (*তবানুকম্পিতাম্*)। ভগবানের আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদের বিনাশ হবে বলেই দেবতারা কেবল আনন্দিত হননি, ভূমিতে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিহ্নগুলি দর্শন করবেন বলেও তাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন। গোপীরা সর্বদা গোচারণে বিচরণশীল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতেন, এবং পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে গোপীরা দিব্য আনন্দে মগ্ন হতেন (*আবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে*)। গোপীদের মতো যাঁরা সর্বদা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাঁরা আর এই জড় জগতে থাকেন না—তাঁরা জড়া প্রকৃতির অতীত। তাই আমাদের কর্তব্য, সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা শ্রবণ করা, কীর্তন করা, এবং ধ্যান করা। যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করতে মনস্থ করেছেন, তাঁরা সর্বদাই, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের কথা চিন্তা করেন।

শ্লোক ৩৯

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে ।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥ ৩৯ ॥

ন—না; **তে**—আপনার; **অভবস্য**—যাঁর সাধারণ মানুষের মতো জন্ম, মৃত্যু অথবা পালন-পোষণ হয় না; **ঈশ**—হে ভগবান; **ভবস্য**—আপনার আবির্ভাবের, আপনার জন্মের; **কারণম্**—কারণ; **বিনা**—ব্যতীত; **বিনোদম্**—লীলা (যে যাই বলুক না কেন, আপনাকে কোন কারণবশত এই জগতে আসতে বাধ্য হতে হয় না); **বত**—যা হোক; **তর্কয়ামহে**—আমরা তর্ক করতে পারি না (আমাদের কেবল বুঝতে হবে যে, সেগুলি আপনার লীলা); **ভবঃ**—জন্ম; **নিরোধঃ**—মৃত্যু; **স্থিতিঃ**—পালন; **অপি**—ও; **অবিদ্যয়া**—বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা; **কৃতাঃ**—করা হয়; **যতঃ**—যেহেতু; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **অভয়-আশ্রয়**—সকলের নির্ভয় আশ্রয়; **আত্মনি**—সাধারণ জীবের।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি সকাম কর্মের ফলে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণকারী এক সাধারণ জীব নন। তাই এই জগতে আপনার আবির্ভাব বা জন্ম আপনার হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা সম্পাদিত লীলাবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনই, আপনার বিভিন্ন অংশ জীবদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) উল্লেখ করা হয়েছে, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*—জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তারা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। আমরা বুঝতে পারি যে, ভগবান যখন অবতাররূপে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন, তার কারণ তাঁর হ্লাদিনী শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারি না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) বলা হয়েছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" যখন আসুরিক ভার লাঘব করার প্রয়োজন হয়, তখন ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে তা সম্পাদন করতে পারেন। তাঁর অবতরণ করার কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ তাঁকে সাধারণ মানুষের মতো কোন কিছু করতে বাধ্য হতে হয় না। জীবেরা ভোগ করার বাসনায় এই জগতে আসে, কিন্তু যেহেতু তারা কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে ভোগ করতে চায়, তাই মায়ার অধীনে তাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করতে হয়।

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে ।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

কিন্তু ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর আবির্ভাবের এই প্রকার কোন কারণ থাকে না—তাঁর আবির্ভাব তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তির ক্রিয়া। ভগবান এবং জীবের মধ্যে এই পার্থক্যটি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, এবং ভগবান আবির্ভূত হতে পারেন না বলে বৃথা তর্ক করা উচিত নয়। কিছু দার্শনিক রয়েছে, যারা ভগবানের আবির্ভাবে বিশ্বাস না করে প্রশ্ন করে, "ভগবানের আসার কি প্রয়োজন?" কিন্তু তার উত্তর হচ্ছে, "তিনি আসবেন না কেন? তিনি কেন জীবের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন?" ভগবান তাঁর যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *কিমা বিনোদং বত তর্কয়ামহে*। তাঁর আনন্দ উপভোগের জন্যই কেবল তিনি আসেন, যদিও তাঁর আসার কোন প্রয়োজন হয় না।

জীব যখন ভোগ করার বাসনায় এই জড় জগতে আসে, তখন তারা ভগবানের মায়ার দ্বারা কর্ম এবং কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করার অভিলাষ করেন, তা হলে তিনি পুনরায় তাঁর স্বরূপে অবস্থিত হয়ে মুক্ত হন। এখানে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি*—যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছেন, তিনি সর্বদাই নির্ভয়। যেহেতু আমরা ভগবানের উপর নির্ভরশীল, তাই এই জড় জগতে কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করার বাসনা ত্যাগ করা আমাদের কর্তব্য। এই বাসনাই আমাদের বন্ধনের কারণ। এখন আমাদের কর্তব্য, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করার চেষ্টা করা। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়কে অভয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অধীন নন, এবং যেহেতু আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তাই আমরাও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অধীন নই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে এবং আমরা যে তাঁর নিত্য দাস *(জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস')* সেই কথা ভুলে যাওয়ার ফলে, আমরা এই মায়িক

সমস্যার দ্বারা জর্জরিত হয়েছি। তাই আমরা যদি এই অধ্যায়ের সপ্তত্রিংশতি শ্লোক অনুসারে ভগবানের কথা চিন্তা করে, তাঁর মহিমা শ্রবণ করে এবং কীর্তন করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করি (*শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্*), তা হলে আমরা আমাদের স্বরূপে পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রাণ লাভ করতে পারি। দেবতারা তাই দেবকীকে কংসের ভয়ে ভীত না হওয়ার পরিবর্তে, তাঁর গর্ভে বিরাজমান ভগবানের কথা চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনং চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ৪০ ॥

মৎস্য—মৎস্যাবতার; **অশ্ব**—হয়গ্রীব অবতার; **কচ্ছপ**—কূর্ম অবতার; **নৃসিংহ**—নৃসিংহ অবতার; **বরাহ**—বরাহ অবতার; **হংস**—হংস অবতার; **রাজন্য**—শ্রীরামচন্দ্র আদি ক্ষত্রিয়রূপী অবতার; **বিপ্র**—বামনদেব আদি ব্রাহ্মণরূপী অবতার; **বিবুধেষু**—দেবতাদের মধ্যে; **কৃত-অবতারঃ**—অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **ত্বম্**—আপনি; **পাসি**—দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **ত্রিভুবনম্ চ**—এবং ত্রিভুবন; **যথা**—যেমন; **অধুনা**—এখন; **ঈশ**—হে ভগবান; **ভারম্**—ভার; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **হর**—দূর করুন; **যদু-উত্তম**—হে যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বন্দনম্ তে**—আমরা আপনার বন্দনা করি।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনি পূর্বে মৎস্য, অশ্ব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রামচন্দ্র, পরশুরাম এবং দেবতাদের মধ্যে বামনদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের এবং ত্রিভুবনকে কৃপাপূর্বক রক্ষা করেছেন। দয়া করে এখন আবার পৃথিবীর ভার হরণ করে আমাদের রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ! হে যদুত্তম! আমরা শ্রদ্ধা সহকারে আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

প্রত্যেক অবতারে ভগবান কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেন, এবং যদুবংশে দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েও তিনি তা করেছিলেন। তাই সমস্ত

দেবতারা ভগবানের সম্মুখে প্রণত হয়ে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, যা আবশ্যক তা যেন তিনি করেন। আমরা আমাদের জন্য কিছু করতে ভগবানকে আদেশ দিতে পারি না। আমরা কেবল *ভগবদ্গীতার* নির্দেশ অনুসারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করতে পারি (*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*), এবং সমস্ত বিপদ দূর করবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি।

শ্লোক ৪১

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃপুমা-
নংশেন সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবায় নঃ ।
মাভূদ্ ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষো-
র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥ ৪১ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে; **অম্ব**—হে মাতঃ; **তে**—আপনার; **কুক্ষি-গতঃ**—উদরে; **পরঃ**—পরম; **পুমান্**—ভগবান; **অংশেন**—অংশ সহ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভবায়**—মঙ্গলের জন্য; **নঃ**—আমাদের সকলের; **মা অভূৎ**—কখনই হবে না; **ভয়ম্**—ভয়; **ভোজ-পতেঃ**—ভোজরাজ কংস থেকে; **মুমূর্ষোঃ**—যে ভগবানের হাতে নিহত হবে বলে স্থির করেছে; **গোপ্তা**—রক্ষক; **যদূনাম্**—যাদবদের; **ভবিতা**—হবে; **তব আত্মজঃ**—আপনার পুত্র।

অনুবাদ

হে মাতঃ দেবকী, ভাগ্যক্রমে আমাদের মঙ্গলের জন্য সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান বলদেব সহ আপনার গর্ভস্থ হয়েছেন। তাই ভগবানের হস্তে নিহত হওয়ার অভিলাষী কংসের থেকে আপনার কোন ভয় নেই। আপনার নিত্য পুত্র কৃষ্ণ সমস্ত যদুবংশের রক্ষক হবেন।

তাৎপর্য

পরঃ পুমান্ অংশেন পদটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। তাই দেবতারা দেবকীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "আপনার পুত্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তিনি তাঁর অংশ বলদেব সহ আবির্ভূত হচ্ছেন। তিনি আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন এবং ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন মরণাভিলাষী কংসকে বধ করবেন।"

শ্লোক ৪২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা ।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিষ্টূয়**—স্তব করে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **যৎ-রূপম্**—যাঁর রূপ; **অনিদম্**—চিন্ময়; **যথা**—যেমন; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **ঈশানৌ**—এবং শিব; **পুরোধায়**—তাঁদের সম্মুখে রেখে; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **প্রতিযযৌঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **দিবম্**—স্বর্গলোকে।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্তব করে সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মা এবং শিবকে তাঁদের অগ্রভাগে রেখে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে ।
যাঁর ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥

(চৈতন্যভাগবত, মধ্য ২৩/৫১৩)

ভগবানের অবতারেরা নদী অথবা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো নিরন্তর প্রকট হন। ভগবানের অবতার অসংখ্য, কিন্তু ভাগ্যবান ভক্তরাই কেবল তাঁদের দর্শন করতে পারেন। ভগবান যখন অবতরণ করেছিলেন, দেবতারা ভাগ্যক্রমে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এবং তাই তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে স্তব করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা এবং শিবের নেতৃত্বে দেবতারা তাঁদের আলয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

কুক্ষিগতঃ, অর্থাৎ 'দেবকীর গর্ভে' শব্দটি সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ক্রমসন্দর্ভ* টীকায় আলোচনা করেছেন। যেহেতু প্রথমে বলা হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের হৃদয়ে প্রকট হয়েছিলেন এবং তারপর দেবকীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, সেই সূত্রে শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তা হলে এখন দেবকীর গর্ভে এলেন কি করে? তার উত্তরে তিনি বলেছেন যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ভগবান হৃদয় থেকে গর্ভে যেতে পারেন, অথবা গর্ভ থেকে হৃদয়ে

যেতে পারেন। বস্তুতপক্ষে, তিনি যে কোন স্থানে যেতে পারেন অথবা যে কোন স্থানে থাকতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন স্থানে থাকতে পারেন। তাই, পূর্ব জন্মের বাসনা অনুসারে দেবকী ভগবানকে তাঁর পুত্র দেবকীনন্দন রূপে প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।